182 Pc. 930. 8.

শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের দুরবস্থা

ও

তাহার প্রতিকারের উপায়।

503
28. 8. 30.
D
BENGAL LIBRARY
Registered under
28 AUG 1930
Act XXV of 1867
WRITERS BUILDINGS CALCUTTA

খাঁ সাহেব আবুল হাশেম খাঁ চৌধুরী, এম, এ।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের দুরবস্থা

ও

তাহার প্রতিকারের উপায়।

প্রণেতা—

খাঁ সাহেব আবুল হাশেম খাঁ চৌধুরী, এম, এ।

(স্কুল ইনসপেক্টর)

মৌলভি জালালউদ্দিন আহম্মদ, বি, এল,

সেক্রেটারী,

চট্টগ্রাম মহাম্মাডান এডুকেশন সোসাইটি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

182 Pc. 930. 8.

শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের দুরবস্থা

ও

তাহার প্রতিকারের উপায়।

503
28.8.30.

BENGAL LIBRARY
Registered under
28 AUG 1930
WRITERS BUILDING CALCUTTA

D

খাঁ সাহেব আবুল হাশেম খাঁ চৌধুরী, এম, এ।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের দুরবস্থা

ও

তাহার প্রতিকারের উপায়।

প্রণেতা—

খাঁ সাহেব আবুল হাশেম খাঁ চৌধুরী, এম, এ।

(স্কুল ইনসপেক্টর)

মৌলভি জালালউদ্দিন আহম্মদ, বি, এল,

সেক্রেটারী,

চট্টগ্রাম মহাম্মাডান এডুকেশন সোসাইটি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

উৎসর্গ পত্র।

বঙ্গীয় মুসলমানদিগের সকল প্রকার দুরবস্থার কথা স্মরণ করিলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। তবু আশ্চর্য্যের বিষয়, এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার লোক এত দুর্লভ। খাঁ বাহাদুর মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব মরহুম সমাজের এই দুরবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন। তাঁহার স্থাপিত চট্টগ্রাম মহাম্মাডান এডুকেশন সোসাইটি উহার বর্ত্তমান সভাপতি স্বনামখ্যাত খাঁ বাহাদুর আবদুল মোমেন সাহেবের নেতৃত্বে মুসলমানদিগের সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে। ইহা সকল মুসলমানের জন্য অতীব আনন্দের বিষয়। খোদাতালা তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী করুন। এই পুস্তিকাখানি শেষোক্ত মহোদয়ের ইঙ্গিতে রচিত হইয়াছে। ইহা মুসলমানদিগের হিতার্থে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত মহাম্মাডান এডুকেশন সোসাইটির করে অর্পণ করা হইল। ও বেল্লাহে তওফীক।

ইহার রচনা কার্য্যে বন্ধুবর মৌলবী মোয়াজ্জম হোসেন সাহেব বি, টি, এবং মৌলবী আবুল খায়ের সাহেব বি, টি, বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। চিত্রগুলি মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ এবং বাবু কৃষ্ণলাল দাস কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা }
২৫।৭।৩০ }

খাকছার
আবুল হাশেম খাঁ চৌধুরী।

উপক্রমণিকা।

বর্ত্তমান ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল তারিখে চট্টগ্রাম সহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে মুসলিম সমাজের উন্নতিকল্পে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহার কয়েকটি উদ্ধৃত হইল ঃ—

১। প্রত্যেক জিলার সদরে, নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য লইয়া, একটি মুসলিম শিক্ষা সমিতি স্থাপন করা হউক ঃ—

(ক) সাধারণ শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান ;

(খ) শিল্প শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান ;

(গ) শরীর চর্চ্চায় উৎসাহ প্রদান ;

(ঘ) নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে উৎসাহ প্রদান।

এবং প্রত্যেক জিলায় একটি তহবিল স্থাপন করিয়া সেই তহবিলের লভ্যাংশ হইতে মুসলমানদিগের ব্যবসায় ও শিল্প সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষার উৎসাহ প্রদানের জন্য বৃত্তির সৃষ্টি করা হউক।

২। চট্টগ্রাম মুসলমান শিক্ষা সমিতির অধীনে একটি 'মুসলিম ইনষ্টিটিউট' বা মুসলিম পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা হউক। ঐ পরিষদ নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির ভার গ্রহণ করিবে ঃ—

(ক) একটি পুস্তকাগার ও বিদ্যোৎসাহিনী সমিতি স্থাপন ;

(খ) আরবী, ফার্সি, উর্দ্দু ইত্যাদি ভাষায় লিখিত পুস্তকের বাংলা অনুবাদের জন্য একটি অনুবাদ সঙ্ঘ গঠন ;

(গ) একটি মুদ্রাযন্ত্র ও প্রকাশ বিভাগ স্থাপন ;

(ঘ) ব্যায়ামাগার সহ একটি শরীর চর্চ্চা বিভাগ স্থাপন ;

(ঙ) নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত করা।

৩। এই সভা সমস্ত উচ্চ ব্যবসায় ক্ষেত্রে ও শিল্পকার্য্যে মুসলমানদিগের শোচনীয় সংখ্যাস্বল্পতার কথা এবং দেশের ও সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের উপর এই অবস্থায় বিষময় প্রভাবের কথা গবর্ণমেণ্ট ও সমাজের গোচরীভূত

করিতেছে। এই সমিতি শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার জন্য দেশে যে সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাদের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য মুসলমান সমাজকে অনুরোধ করিতেছে এবং মুসলমান ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে স্থান সংরক্ষণের জন্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছে।

৪। ছাত্র মঙ্গল সমিতি মুসলমান ছাত্রদের স্বাস্থ্যের অবনতি সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছে, তাহা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। এই সমিতি অনতি বিলম্বে শরীর চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিবার জন্য এবং তদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত স্থানে ব্যায়ামাগার ও শরীর চর্চ্চার কেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত সমগ্র সমাজের এবং মুসলিম ছাত্রগণের তীব্র দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

উদ্ধৃত প্রস্তাবগুলি হইতে দেখা যাইবে যে কি নিদারুণ ব্যাধি সমাজদেহে প্রবেশ করিয়া বাংলার মুসলিমকে দিন দিন মরণের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে এবং সেই ব্যাধির প্রতিকারকল্পে সমগ্র বঙ্গের মনীষিগণ কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। রোগ চিকিৎসার পূর্ব্বে সম্যকরূপে রোগ নির্ণয় করা প্রয়োজন। নচেৎ উপযুক্ত চিকিৎসা অসম্ভব। বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার পরিমাণ কত এবং এই দুর্দ্দশার হেতু কি, এই পুস্তিকায় তদ্বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা হইয়াছে। পতন তখনই ভীষণ হয়, যখন পতিত ব্যক্তি বুঝিতে পারে না যে সে পতিত। স্বীয় অধঃপতন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান হইলে হৃদয়ে দুঃসহ বেদনা বোধ হয় এবং সত্যিকার বেদনা বোধ জাগিলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিয়া থাকে। মানব প্রকৃতির এই চিরন্তন রহস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিন্তাশীল সমাজহিতৈষী মুসলিমদিগের মনে বেদনার উদ্রেক করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার গভীরতা কত, তাহারই বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের দুরবস্থা
ও
তাহার প্রতিকারের উপায়।

প্রথম স্তবক।

ত্যাগ, ন্যায়নিষ্ঠা, প্রেম ও জ্ঞানলিপ্সার অন্যতম পুরস্কার স্বরূপ করুণাময় বিধাতা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে দান করিয়াছিলেন এই সুজলা, সুফলা, সোণার বাংলা দেশ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ন্যায়ের তুলাদণ্ড হস্তে তাঁহারা এই দেশের রাজশক্তি চালনা করিয়াছিলেন। কালের চক্রে আমাদের রাজশক্তি নষ্ট হইয়াছে। সে বড় বেশী দিনের কথা নহে; কিঞ্চিদধিক দেড় শত বৎসর মাত্র। জাতির জীবনে দেড়শত বৎসর খুব দীর্ঘকাল নহে। কিন্তু ইহারই মধ্যে বাংলার মুসলমান আমরা অবনতির নিম্নস্তরে পৌঁছিয়াছি। ইহার কারণ কি? শাসকের সিংহাসন হইতে অপসারিত হইয়া প্রজার আসন গ্রহণ করিতে হইয়াছে বলিয়াই যে এই দারুণ পতন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। বিজিত জাতি জ্ঞান এবং নৈতিক বলে বিজেতৃগণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে, জগতের ইতিহাসে ইহা বিরল নহে। অপিচ বঙ্গীয় মুসলিমের প্রতিবেশী যখন রাজশক্তি হারাইয়াছে, সে ঐতিহাসিক যুগ ছাড়াইয়া কিংবদন্তীর যুগের কথা। তাহারাও আজ মুসলমানকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছে। অথচ বাংলার মুসলমানের এ অবস্থা বিপর্য্যয় কেন?

নৈতিকবল, জ্ঞানবল, ধনবল এবং বাহুবল, এই চারি প্রকার বল প্রকৃত ঈমানের বাহ্য পরিচয়। এই কথা ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সত্য, জাতির জীবনে ততোধিক সত্য। এই চারি শক্তির প্রাচুর্য্যে জাতির উত্থান, আবার ইহাদের অভাবেই জাতির পতন হইয়া থাকে। বাঙ্গালী মুসলমানের জাতীয় জীবনে এই চারি প্রকার শক্তি বর্ত্তমান আছে কি না এবং থাকিলে কতদূর আছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

সমগ্র বঙ্গদেশে ৪,৭৫,৯২,৪৬২ জন লোকের বসতি। তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ২,৫৪,৮৬,১২৪ জন এবং অমুসলমানের সংখ্যা ২,২১,০৬,৩৩৮ জন। অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রত্যেক ১৫ জন নরনারীর মধ্যে ৮ জন মুসলমান, ৭ জন অমুসলমান। মুসলমান ও অমুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কে যদি দুইটি মানুষ কল্পনা করা যায়, তবে সেই দুই জনের দেহের অনুপাত কিরূপ হইবে, তাহা নিম্নের চিত্রে দেখান হইল। (১ম চিত্র)।

(১ম চিত্র)

বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা কত তাহা দ্বিতীয় চিত্রে দেখুন।

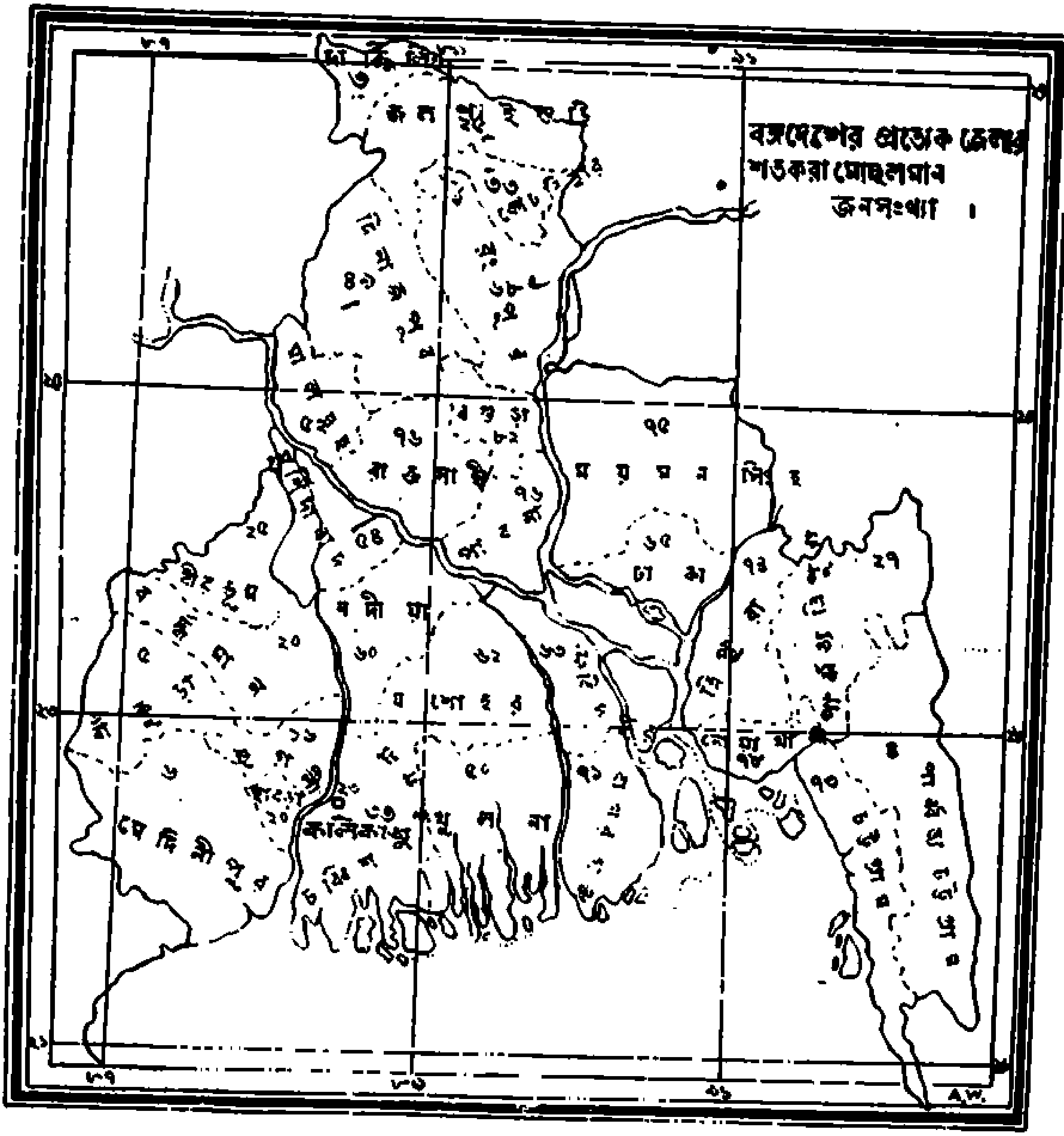

(২য় চিত্র)

জনসংখ্যা হিসাবে বাংলা দেশ প্রধানতঃ আমাদের এবং এ দেশের যাবতীয় মঙ্গল অনুষ্ঠানে তথা ভোগ্য সামগ্রীতে আমাদের অধিকার ও প্রভুত্ব সমষ্টিগত ভাবে অন্য সম্প্রদায় হইতে বেশী বৈ কম হওয়া উচিত নহে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কি হইতেছে দেখুন।

শিক্ষা এবং শিক্ষার ফলস্বরূপ জ্ঞানই মানুষকে প্রাধান্য দান করিয়া থাকে। এই শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের স্থান কোথায়, তাহা দেখুন। (তৃতীয় চিত্র)।

শিক্ষা

(পুরুষ)

অ মোছলমান ২৭১৩৬৪৫

মোছলমান ১২০৪১৬৯

অনুপাত ৯:৪

(৩য় চিত্র)

শিক্ষা

(স্ত্রী)

অ মোছলমান ৩৪৮৪৫২

মোছলমান ৫৭৩৭৯

অনুপাত ৬:১

(৩য় ক চিত্র)

উপরের চিত্রে শিক্ষিত অমুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীর তুলনায় শিক্ষিত মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীর অনুপাত দেখান হইয়াছে। জনসংখ্যায় আমরা গরিষ্ঠ সন্দেহ নাই। কিন্তু হায়, শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নির্ণয় করিতে গেলে আমাদিগকে লজ্জায় মাথা হেট করিয়া থাকিতে হয়। হজরত রছুলে করিম (দঃ) ঘোষণা করিয়াছেন, বিদ্যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর প্রতি ফরজ। আমরা তাঁহার উম্মত বলিয়া গৌরব করি - কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার বাণীর মর্য্যাদা করি না!! স্বীয় পয়গম্বরের প্রতি আমাদের যদি বাস্তবিক শ্রদ্ধা থাকিত, তাহা হইলে আপন সমাজের মূর্খতার বহর দেখিয়া ক্ষোভে ও ঘৃণায় মরমে মরিয়া প্রতিকারের চেষ্টায় জীবন পণ করিতাম।

উপরে যে সংখ্যাকে শিক্ষিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাদের সকলকে বাস্তবিক শিক্ষিত মনে করা উচিত নহে। যাহারা কোন প্রকারে নিজের নামটি মাত্র লিখিতে শিখিয়াছে, তাহাদিগকেও উপরের চিত্রে শিক্ষিত বলিয়া ধরা হইয়াছে। বস্তুতঃ, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং নৈতিক জীবনে যে সকল ব্যাপার আমাদের সুখ, দুঃখ বা উন্নতি অবনতির কারণ, তৎসমুদয় যে শিক্ষা দ্বারা বুঝা যায় না, তাহাকে শিক্ষা বলা যাইতে পারে না। নিম হেকিম খত্‌রে জান, নিম মোল্লা খত্‌রে ঈমান।

উচ্চ শিক্ষাই জাতির প্রকৃত সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আমাদের দেশের রাজা ইংরেজ এবং ইংরাজী আমাদের রাজভাষা। সুতরাং যাহারা ইংরাজী লিখিতে পড়িতে জানে, মোটামুটিভাবে তাহাদিগকে শিক্ষিত বলিয়া ধরিয়া লইলে, কতকটা প্রকৃত অবস্থার নিকটবর্ত্তী হওয়া যাইবে। (চতুর্থ চিত্র)।

প্রত্যেক জিলায় মুসলমানদিগের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য "মুসলিম শিক্ষা সমিতি" স্থাপন করিয়া সাধারণ শিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, শরীর চর্চ্চা ও নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে উৎসাহ প্রদান করুন।

ইংরেজী শিক্ষা
(পুরুষ)

অ মোছলমান ৬০৫৯১০

মোছলমান ১২৭১০৭

অনুপাত ৫:১

অ মোছলমান **মোছলমান**

(৪র্থ চিত্র)

ইংরেজী শিক্ষা
(স্ত্রী)

অ মোছলমান ৪১৮৭৮

মোছলমান ৩১৬১

অনুপাত ১৩:১

অ মোছলমান **মোছলমান**

(৫ম চিত্র)

এই দুইটি চিত্রের মুসলমানের সহিত একবার প্রথম চিত্রের মুসলমানের তুলনা করিয়া দেখুন। তাহার উন্নত শির এখন ধূলায় লুটাইতেছে, আর সংখ্যালঘিষ্ঠ অমুসলমানের নিকট সে এখন লজ্জায় মরিয়া রহিয়াছে।

সংসার জীবনে অর্থের স্থান অতি উচ্চে। শিক্ষাক্ষেত্র ছাড়িয়া একবার অর্থ উপার্জ্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমান কিরূপ কৃতিত্ব দেখাইতেছে, তাহার হিসাব দেখা যাক। (৬ষ্ঠ চিত্র)।

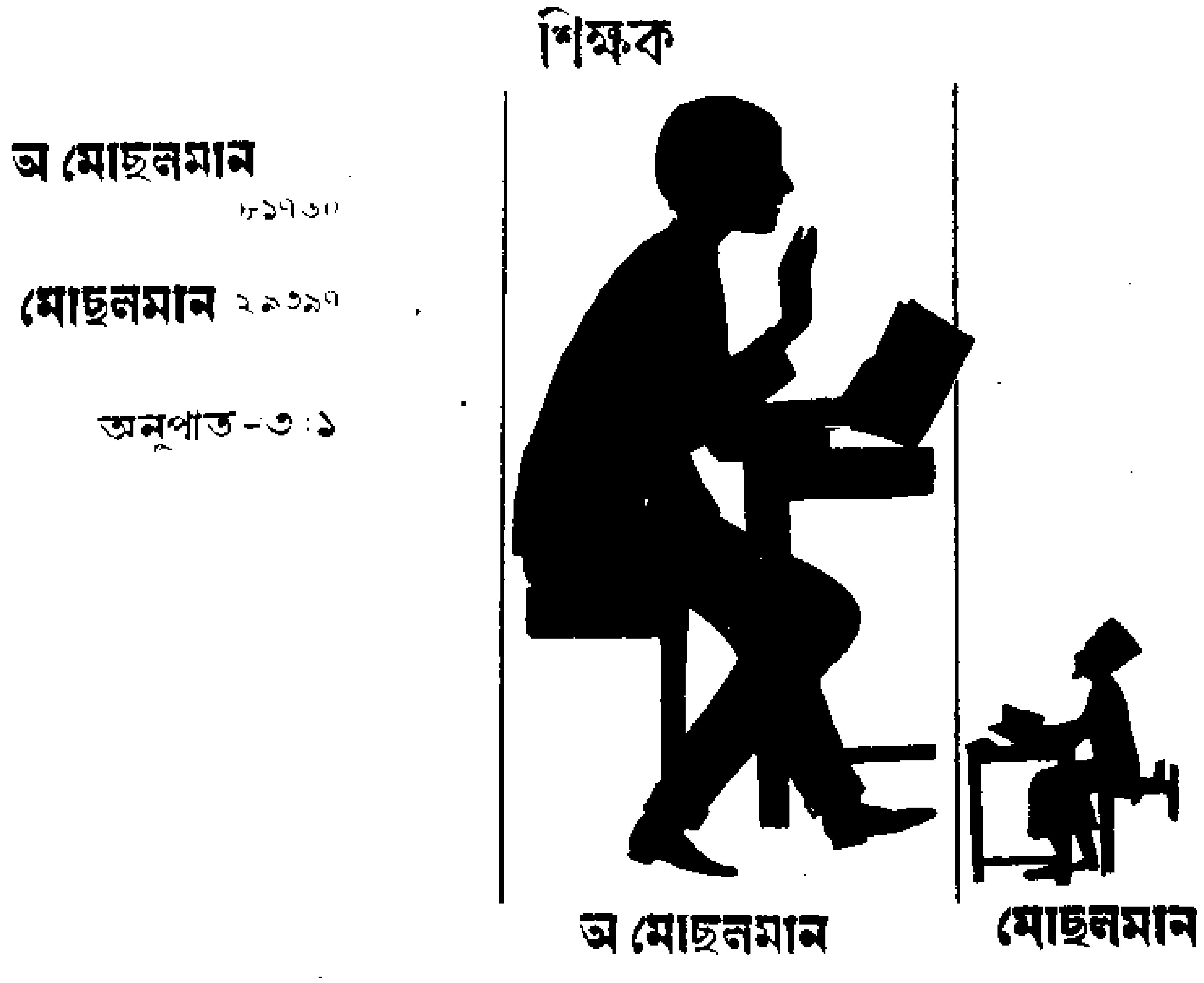

(৬ষ্ঠ চিত্র)

শিক্ষাদান কার্য্য অতীব গৌরব ও দায়ীত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। এই বাংলা দেশে স্কুল, কলেজ, পাঠশালা প্রভৃতিতে মোট ১,১১,১৫৭ জন শিক্ষক আছেন। ইহাদের মধ্যে মুসলমান মাত্র ২৯,৩৯৭ জন। অর্থাৎ প্রতি চারি জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ১ জন মুসলমান, আর ৩ জন অমুসলমান! আবার এই মুসলমান শিক্ষকগণ প্রধানতঃ পাঠশালা, বা মক্তবে চাকুরী করেন, যেখানে অর্থ বা সম্মান অতি সামান্যই পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে মুসলমান শিক্ষক নাই বলিলেও চলে।

মুসলমান চিকিৎসক অল্প হওয়ার জন্য আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতি ব্যতীত একটি মহৎ পুণ্যকর্ম্ম হইতেও আমরা বঞ্চিত হইতেছি।

আমাদের দেশে সর্ব্বশ্রেণীর সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন মোট ১,১৫,১২৬ জন লোক। ইহাদের মধ্যে মুসলমান ২৬,৭৫১ জন এবং অমুসলমান ৮৮,৩৭৫ জন। হিসাব করিয়া দেখা যায়, প্রতি ১৭ জন সরকারী কর্ম্মচারীর মধ্যে মুসলমান মাত্র ৪ জন। পক্ষান্তরে, বেশী বেতন ও বেশী ক্ষমতার চাকুরীর অধিকাংশই অমুসলমানগণ ভোগ করিতেছেন। (৯ম চিত্র)।

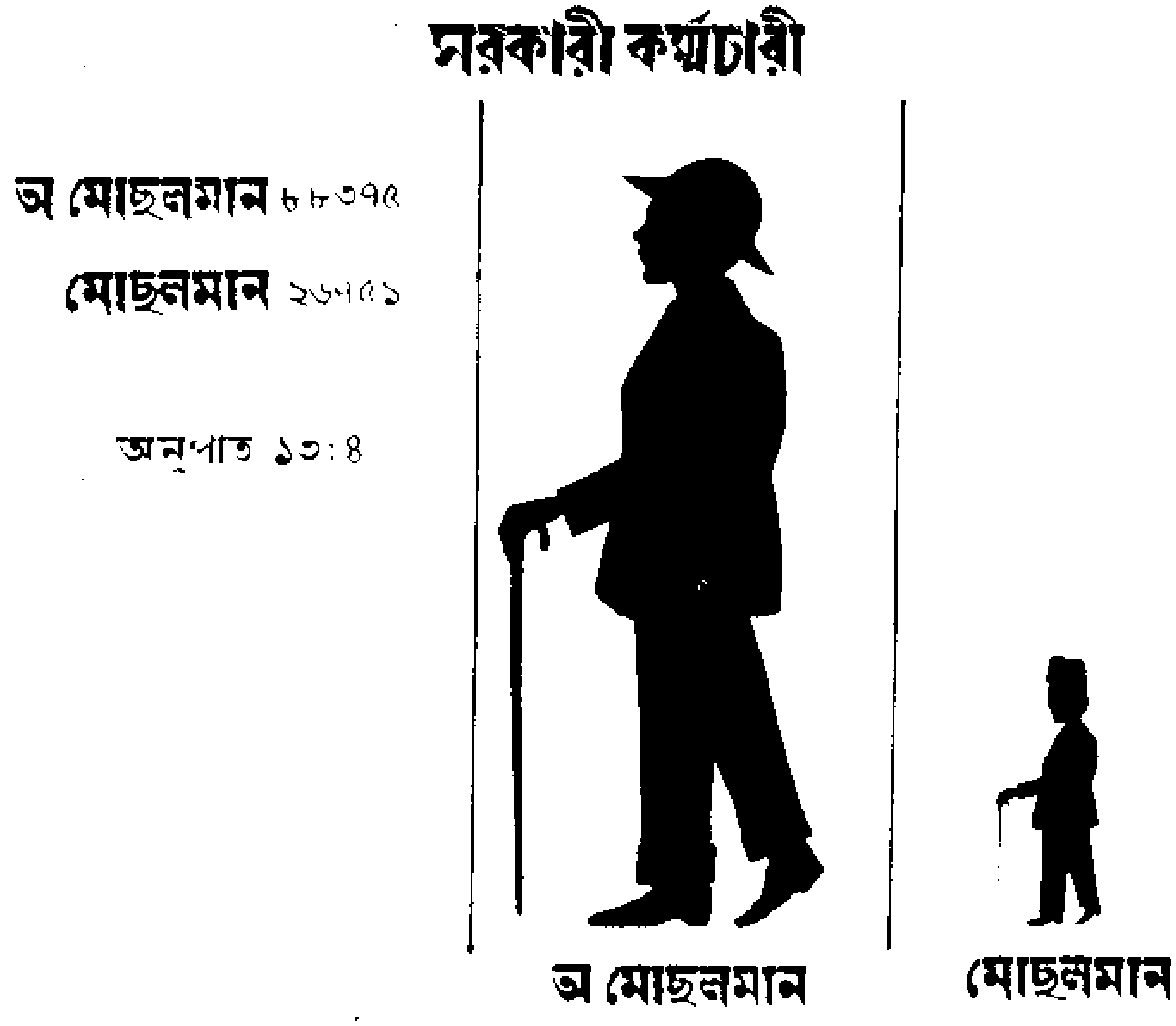

(৯ম চিত্র)

সরকারী চাকুরী শ্রেষ্ঠ বৃত্তি না হইলেও প্রত্যক্ষ ভাবে দেশের শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষা কার্য্যের সহিত সম্পর্ক থাকায় এতদ্বারা যে জাতির প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মুসলমান একেবারে নগণ্য। বর্ত্তমানে যত জন মুসলমান রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহা প্রায় চারিগুণ বৃদ্ধি পাইলে তবে মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর সংখ্যা দেশের জন সংখ্যার আনুপাতিক হইবে।

সরকারী চাকরীর পরে আসে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতির আধা সরকারী চাকুরী। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট ২৪,২৬৯ জন লোক

নিযুক্ত আছেন। ইহার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৪,৭০৯ জন মাত্র। অর্থাৎ অমুসলমান যেখানে ২৫ জন, সেখানে মুসলমান মাত্র ৬ জন—এই ৬ জনের মধ্যে আবার অধিকাংশই কম বেতনের নিম্নশ্রেণীর কাজে নিযুক্ত আছে। (১০ম চিত্র দেখুন)।

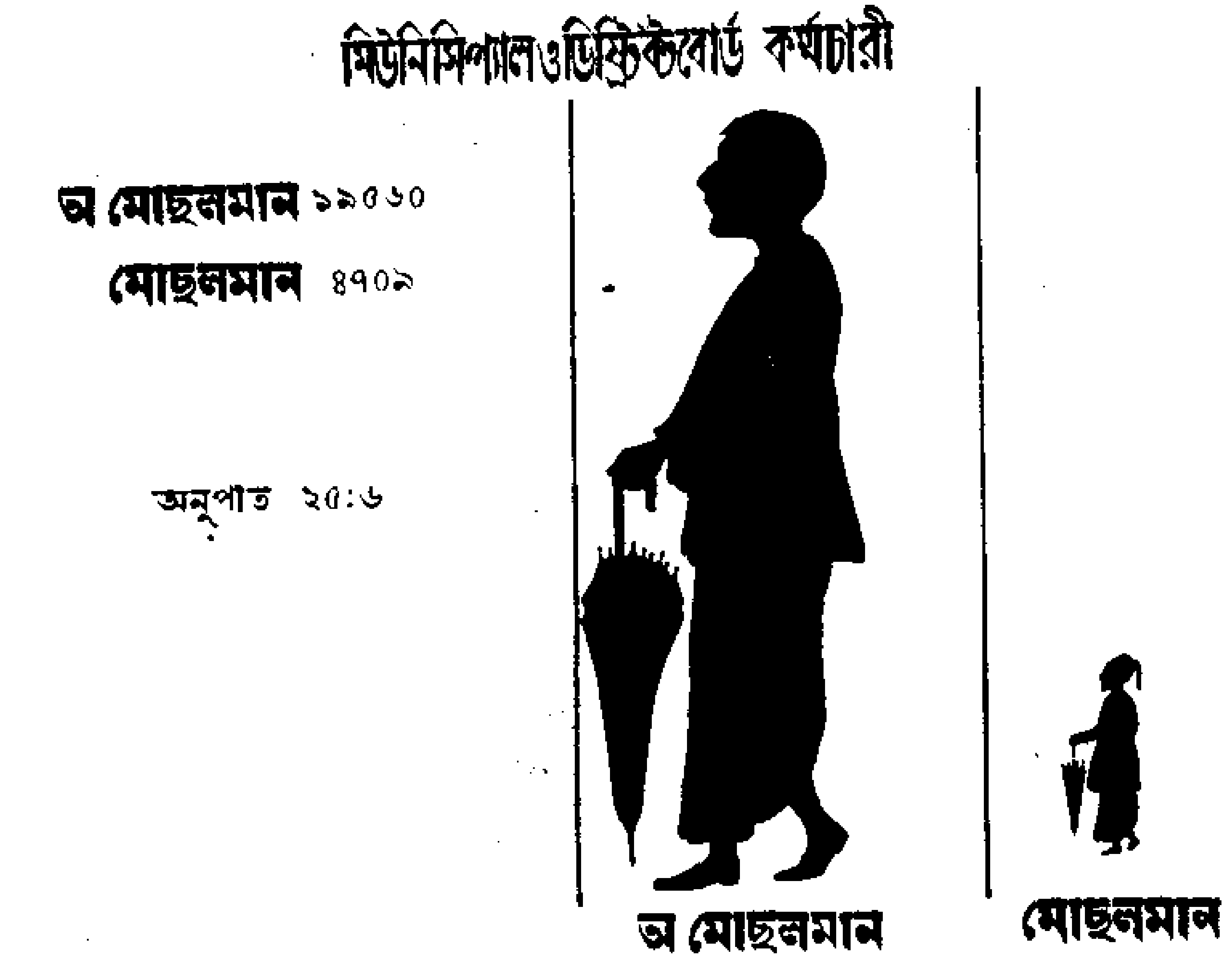

(১০ম চিত্র)

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটি আজকাল বহুল পরিমাণে সরকারী প্রভাবমুক্ত। এই সকল অনুষ্ঠানের সদস্য ও সভ্য পদে যাহারা নিযুক্ত হন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বাঙ্গালী। তত্রাচ এ ক্ষেত্রে মুসলমানের অবস্থা সরকারী চাকুরী হইতেও শোচনীয়তর।

বাণিজ্য ধনাগমের শ্রেষ্ঠতর পন্থা। তাই কথায় বলে "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী"। বাংলা দেশে যাহারা দেশের ভিতরকার কেনা বেচা বা বিদেশের সহিত মালের আমদানী রফতানী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাহার মধ্যে ৫,৯৪,১৮২ জন মুসলমান এবং ১৮,৪৫,৬৭৭ জন অমুসলমান। অর্থাৎ

অমুসলমান বণিক যেখানে ৩৭জন, মুসলমান বণিকের সংখ্যা সেখানে মাত্র ১২ জন! (১১শ চিত্র)।

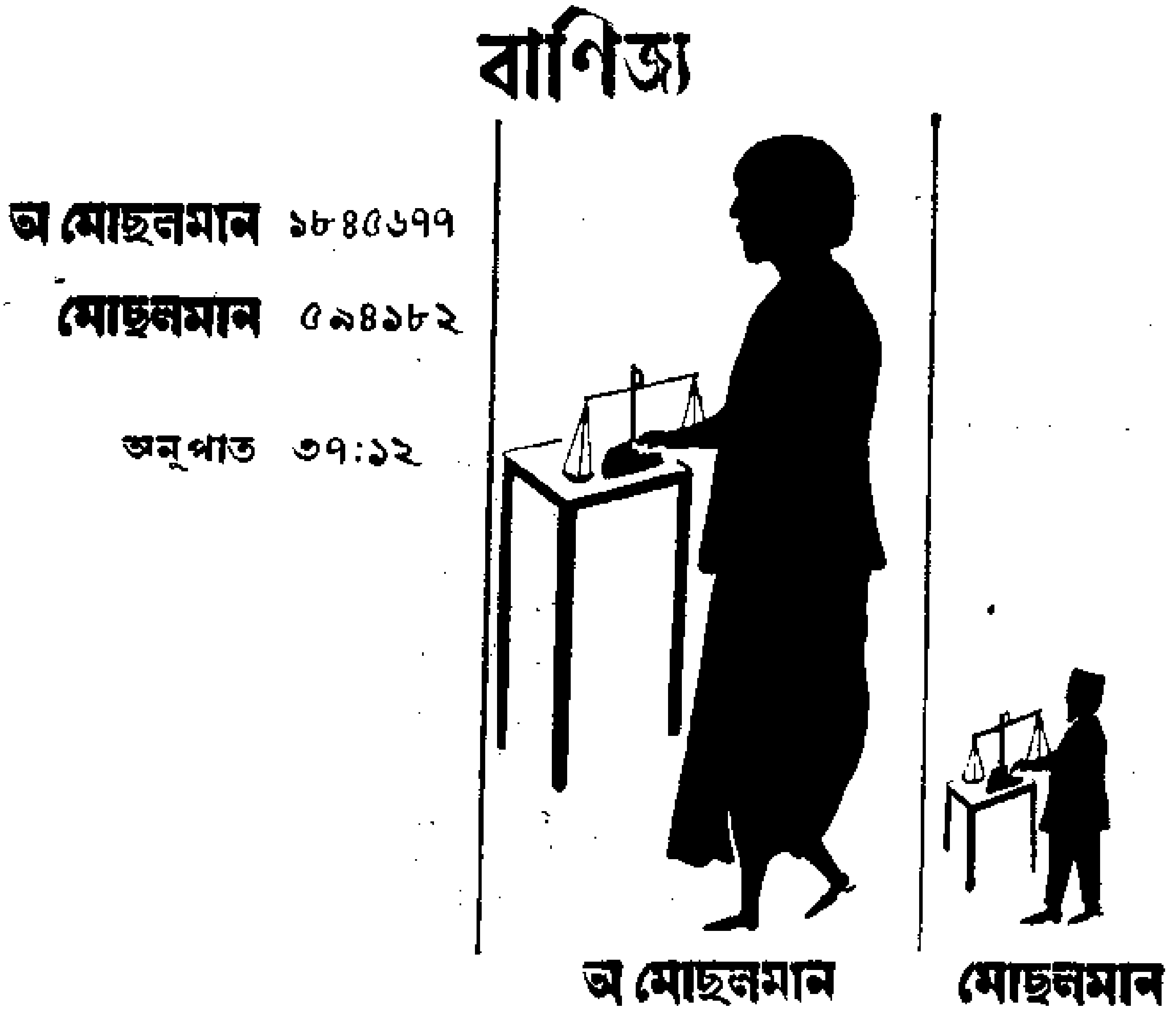

(১১শ চিত্র)

ধনাগম ব্যতীত বাণিজ্যের আরও অনেক উপকার আছে। সকলেই জানেন, এই বাণিজ্য উপলক্ষ্য করিয়াই ইংরেজ ভারতে আসেন এবং বর্ত্তমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্বে আরবীয় বণিকগণ ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে মুসলমানগণই জগতের শ্রেষ্ঠতম বণিক ছিলেন, অথচ বর্ত্তমান সময়ে সেই মুসলিম সন্তানগণই বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইয়াছেন।

বাণিজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট মহাজনী ও ব্যাঙ্ক পরিচালনা। এই দুইটি ব্যতীত বর্ত্তমান কালে বাণিজ্য চালান অসম্ভব। অপিচ বাণিজ্যের

প্রসারের সহিত ব্যাঙ্কিং এবং মহাজনীরও প্রসার লাভ হইয়া থাকে। ব্যাঙ্কিং ও মহাজনী কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত আছেন, তাহাদের মধ্যে মুসলমান ২৩,০৫৪ জন এবং অমুসলমান ১;৩১,০৫৭ জন। অর্থাৎ অমুসলমান যেখানে ৬ জন, মুসলমান সেখানে মাত্র ১ জন। (১২শ চিত্র)।

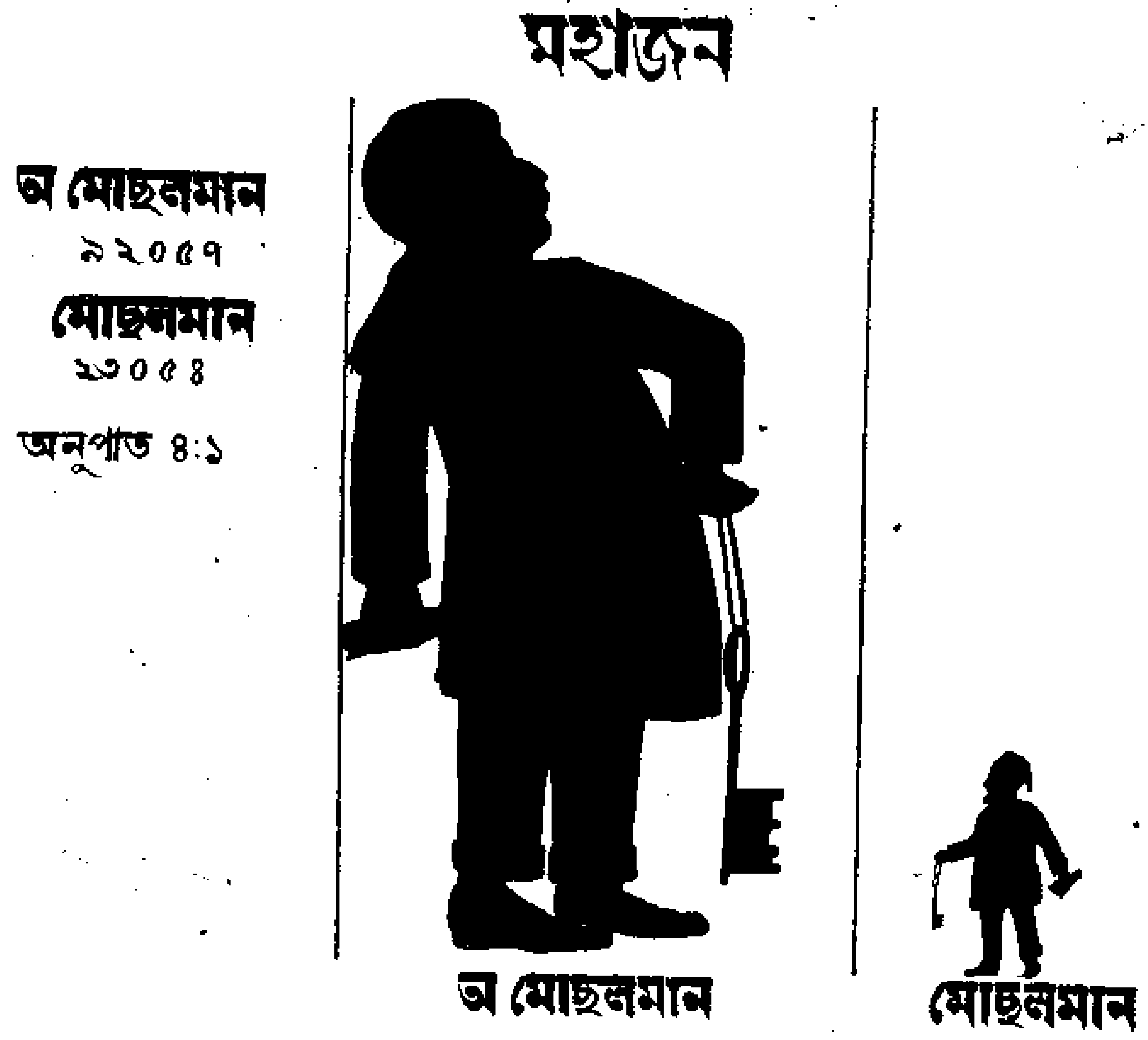

(১২শ চিত্র)

মুসলমান পরিচালিত উপযুক্ত ব্যাঙ্ক না থাকায় বহু বাণিজ্য-প্রতিভা-সম্পন্ন মুসলমান উপযুক্ত মূলধনের অভাবে অন্য পেশা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। অপর দিকে গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে নির্ম্মম সুদখোর মহাজনের হাতে পড়িয়া প্রতিনিয়ত যে কত মুসলমান সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথের ভিখারী সাজিতেছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। মুসলমান পরিচালিত কোন যৌথ কারবার নাই বলিলেও চলে। এই সকল কারণে মুসলমানের বহু কষ্টে উপায় করা টাকা জলস্রোতের ন্যায় অবিরত অমুসলমানের হাতে যাইয়া জমিতেছে। এই কালস্রোতের গতি না ফিরাইতে পারিলে মুসলমানের মরণ অনিবার্য্য।

একমাত্র কৃষি কাজে দেখা যায়, মুসলমান অমুসলমান অপেক্ষা অধিক। বাংলা দেশে মোট ৩,৬৪,০৪,৮০১ জন কৃষকের মধ্যে মুসলমান কৃষক ২,২৪,১৯,৮৮৭ জন; প্রতি ৮ জন কৃষকের মধ্যে ৫ জন মুসলমান। (১৩শ চিত্র)।

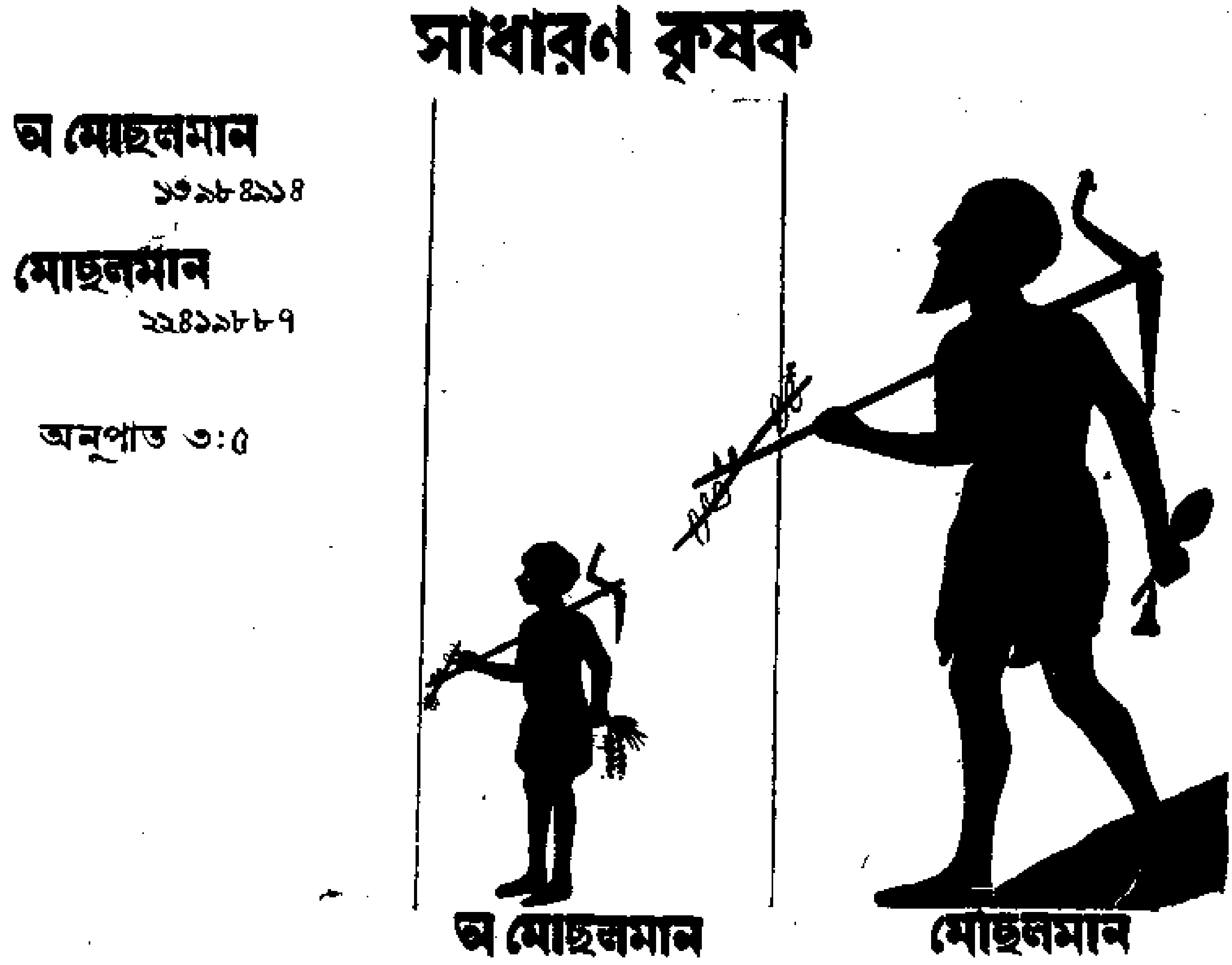

(১৩শ চিত্র)

এই সাধারণ কৃষিকার্য্য অন্যান্য সকল পেশা হইতে কম লাভজনক। সুতরাং মুসলমান কৃষকের সংখ্যা বেশী দেখিয়া আনন্দিত হইবার কিছুই নাই। এই কৃষিকার্য্য যদি জার্ম্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য দেশের ন্যায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে চালিত হইত, তাহা হইলে এতদ্বারা বরং সংখ্যা বাহুল্য হেতু মুসলমানের ঘরে কিছু টাকা আসিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে কৃষিকার্য্য সেই দাদা আদমের সময়কার অতি অনুপযুক্ত প্রণালীতে চালিত হইতেছে এবং কি উপায়ে উৎপন্ন ফসলের যথার্থ মূল্য পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে আমাদের কৃষকগণ কোন সংবাদ রাখে না। এখানে আর একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে মুসলমান কৃষকগণ অনেক ক্ষেত্রে জমির মালিক নহে।

IMPERIAL

জমির মালিক অমুসলমান; মুসলমান কৃষক অমুসলমান মালিকের অধীন মজুর বই আর কিছু নহে। জমির মালিক এক সময় মুসলমানই ছিল, কিন্তু ঋণদায়ে সে তাহা বিক্রয় করিয়া অতি দ্রুত মজুরে পরিণত হইতেছে।

পুলিশ বিভাগে ৪৪,৯২৯ লোক নিযুক্ত আছে। ইহার মধ্যে মুসলমান ১২,২১৪ জন (প্রায় সকলেই কনষ্টেবল); অর্থাৎ প্রতি ১১ জনের মধ্যে মুসলমান মাত্র ৩ জন। (১৪শ চিত্র)।

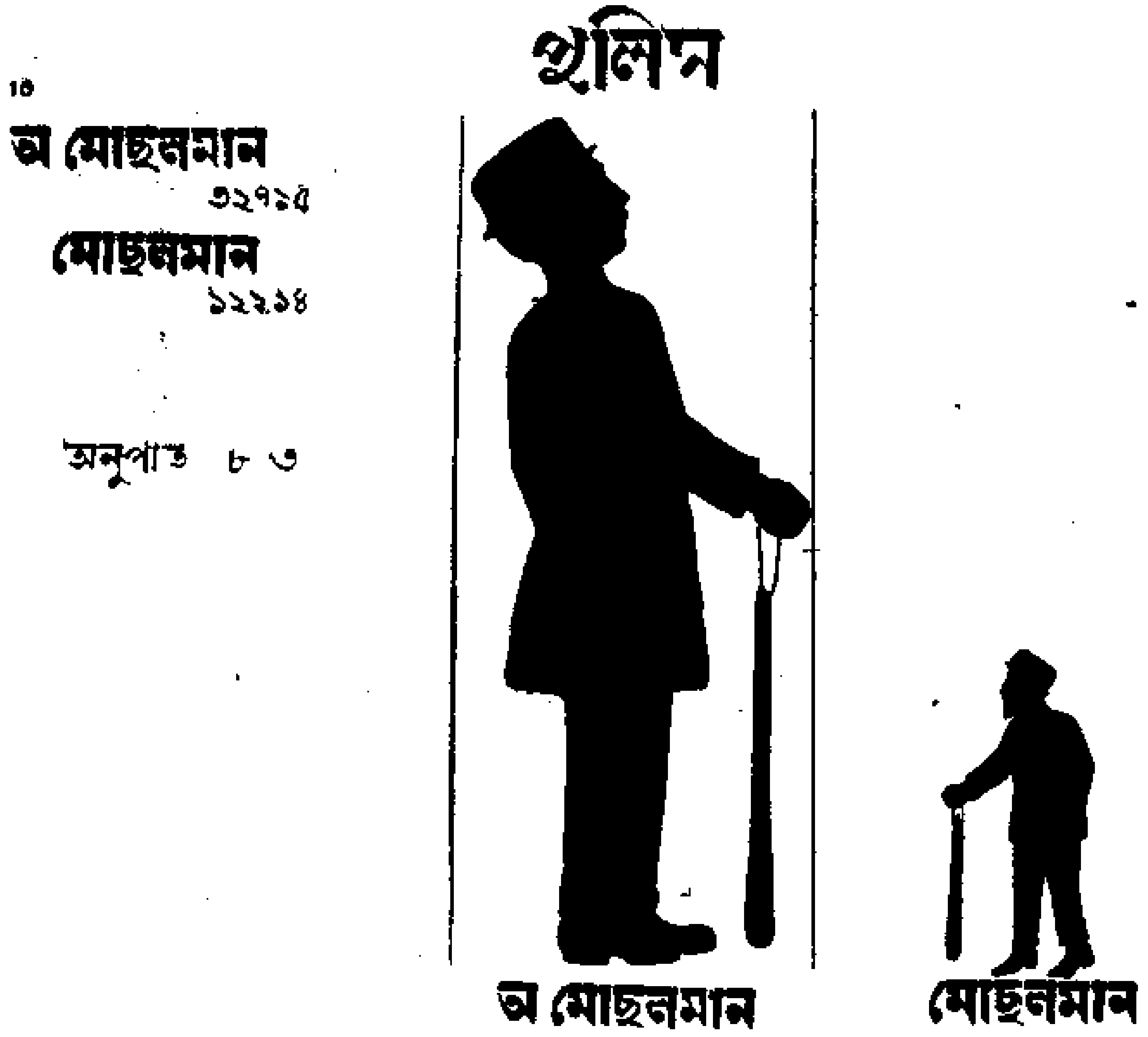

(১৪শ চিত্র)

সৈনিক বিভাগে বাংলা দেশে মোট ৬,১১৪ জন লোক নিযুক্ত আছে। ইহার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৪৮৩; অর্থাৎ প্রতি ১৩জন সৈনিকের মধ্যে মুসলমান মাত্র ১জন, অবশিষ্ট ১২ জন অমুসলমান। (১৫শ চিত্র)।

সৈন্য

মোছলমান ৪৮৩

অ মোছলমান ৫৬৩১

অনুপাত ১:১২

(১৫শ চিত্র)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমরা সময়ে অসময়ে দৈহিক বল ও সাহসের যে ডঙ্কা বাজাইয়া থাকি, তাহার সহিত সত্যের কোন সংস্রব নাই। পুলিশ ও সৈনিক বিভাগের কতকগুলি উর্দ্ধতন পদ ব্যতীত উচ্চ শিক্ষার আদৌ কোন প্রয়োজন হয় না; কেবলমাত্র হৃষ্টপুষ্ট দেহ এবং নির্ভীক প্রকৃতিই যথেষ্ট। অথচ এই দুই বিভাগে মুসলমানের সংখ্যা এত অল্প।

মানসম্ভ্রম ও প্রতিপত্তিমূলক বৃত্তিতে মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য হইলেও মুসলমান সমাজে ভিক্ষুকের সংখ্যা আদৌ অপ্রচুর নহে। যাহারা নিজ পরিশ্রমে রোজগারের চেষ্টা না করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, বঙ্গদেশে তাহাদের মধ্যে মুসলমান ২,০৮,১৯৬ জন এবং অমুসলমান ১,৮৭,১৯৫ জন। অর্থাৎ অমুসলমান যেখানে ১৮ জন, মুসলমান সেখানে ২০ জন। (১৬শ চিত্র)।

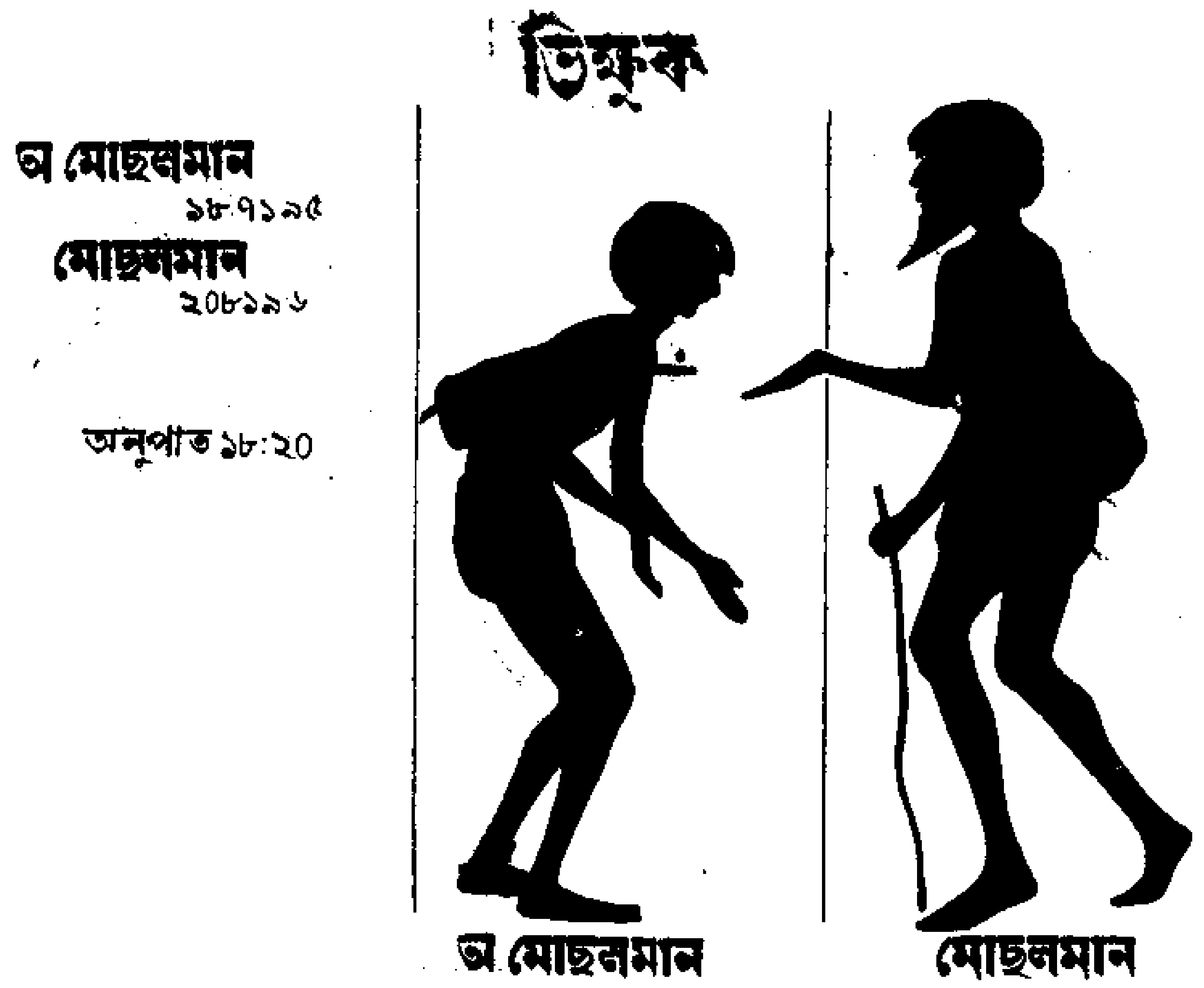

(১৬শ চিত্র)

ভিক্ষার ন্যায় হীন এবং অপমানজনক বৃত্তি সংসারে আর নাই। হজরত রছুলে করিম (দঃ) বলিয়াছেন, ভিক্ষা ইহলোকে ও পরলোকে উভয় স্থানে মানুষের মুখে কালিমা লেপন করিয়া থাকে। অথচ এমন অনেক মুসলমান ভিক্ষুক আছে যাহারা ভিক্ষাকে গৌরবজনক মনে করে এবং জোর গলায় বলিয়া থাকে যে শরিফ খান্দানের সন্তানের পক্ষে শারীরিক পরিশ্রম করা অপমানজনক! জাতির অধঃপাতে যাওয়ার ইহা অপেক্ষা শোচনীয় নিদর্শন আর কি হইতে পারে? দরিদ্র অনাথকে অন্নদান করা পুণ্যের কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রমবিমুখ অলসকে স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ অর্থের অংশ দান করিয়া পুণ্যের আশা করা মূঢ়তা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমাদের জাতীয় অধঃপতনের আর একটি নিদর্শন দেখা যায় জেলখানায়। মোট ১৩,৮৮৭ জন কয়েদীর মধ্যে ৮,০৮২ জনই মুসলমান। প্রতি ১২ জন কয়েদীর মধ্যে ৭ জন মুসলমান এবং ৫ জন অমুসলমান। (১৭শ চিত্র)।

কয়েদী

অ মোছলমান ৫৮০৫
মোছলমান ৮০৮১

অনুপাত ৫:৭

অ মোছলমান   মোছলমান

(১৭শ চিত্র)

কয়েদীর সংখ্যা হইতে মুসলমানের নৈতিক অধঃপতনের কতকটা ধারণা করা যাইতে পারে। বিদ্যার অভাবে যাহারা ভাল মন্দ বিচার করিতে অক্ষম, অর্থের অভাবে যাহারা পরিবারের ভরণ পোষণ করিতে অক্ষম, তাহারাই জেলে যাইয়া থাকে। বিদ্যার অভাব ও অর্থের অভাব, এই উভয়ই বাঙ্গালী মুসলমানের গলার হার। কাজেই মুসলমান কয়েদীর সংখ্যা যে বেশী হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কোন কারণ নাই।

দ্বিতীয় স্তবক।

জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙ্গালী মুসলমান কতদূর শোচনীয় ভাবে অবনত, প্রথম স্তবকে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যে সকল বালক ও যুবক অদূর ভবিষ্যতে মুসলিম নাগরিকরূপে সমাজদেহ গঠন করিবে, তাহারা এখন কোথায় কি ভাবে সময়ক্ষেপ করিতেছে এবং জীবন সংগ্রামের জন্য কি প্রকার আয়োজন করিতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। এই স্তবকে আমরা আমাদের বালক ও যুবকদের অবস্থা দেখিয়া লই, পরবর্ত্তী স্তবকে বালিকাদিগের অবস্থা আলোচিত হইবে।

বঙ্গদেশে প্রাইমারী পাঠশালা এবং মক্তবের ছাত্র সংখ্যা মোট ১৬,৩৩,২৯০। ইহার মধ্যে মুসলিম ৮,২৯,৯৭০ জন অর্থাৎ অর্দ্ধেকের কিছু বেশী। (১৮শ চিত্র)।

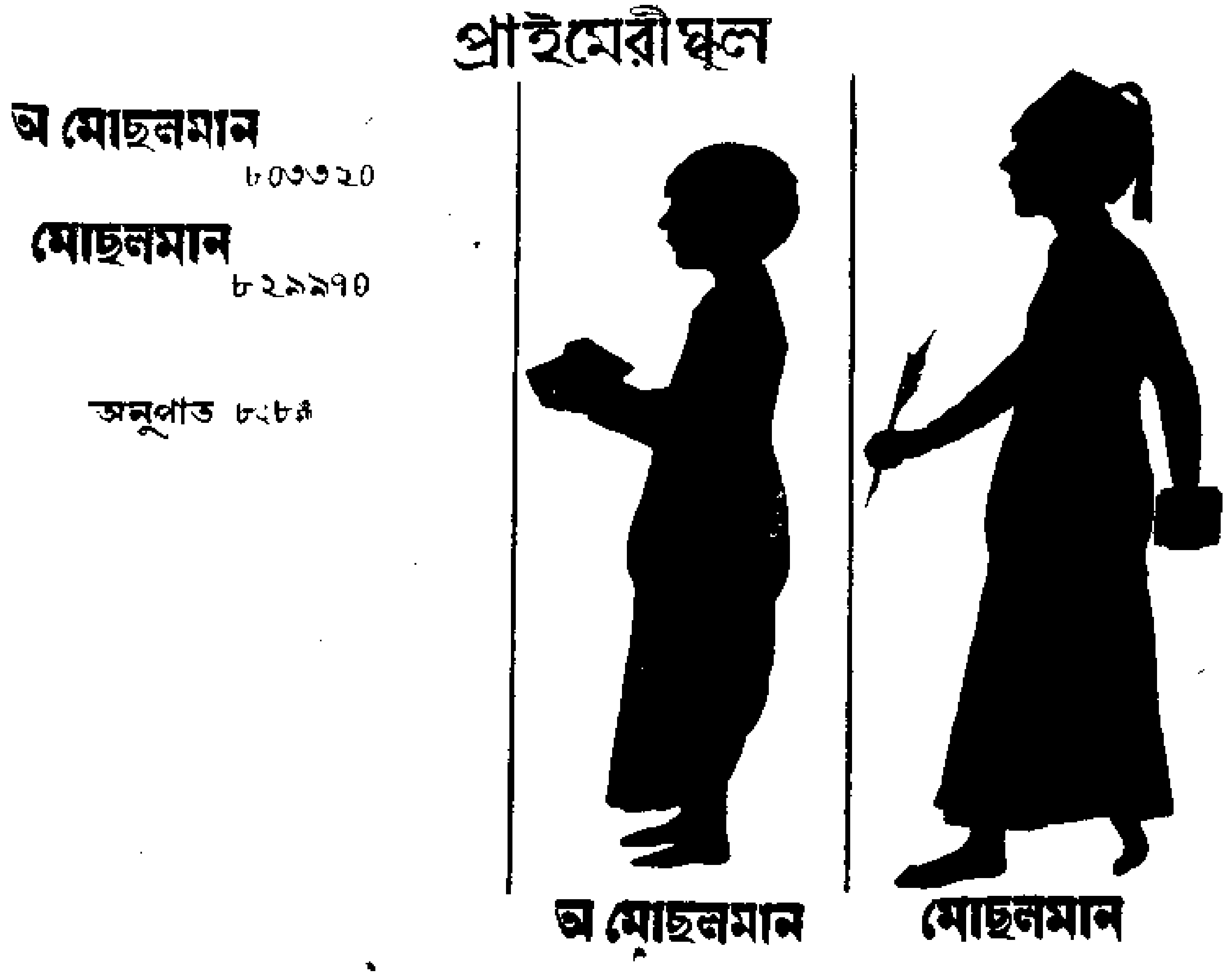

(১৮শ চিত্র)

এই সংখ্যাধিক্য যদি উপরের দিকে সকল শ্রেণীতে বর্ত্তমান থাকিত তাহা হইলে অবশ্য আশার কথা ছিল। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই ইহার অধিকাংশ ছাত্র বিদ্যালয় ত্যাগ করে এবং জীবনে দ্বিতীয়বার আর কখনও বই কলমের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয় না। সুতরাং এই সংখ্যাধিক্য মরিচীকার ন্যায় ভ্রান্তি উৎপাদক।

মধ্য-ইংরাজী ও মধ্য-বাংলা স্কুলসমূহে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা ১৯,৮৫৭ জন এবং অমুসলিম ছাত্র সংখ্যা ৮০,৬৩০ জন। অর্থাৎ প্রতি ৫জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ১ জন মুসলমান। (১৯শ চিত্র)।

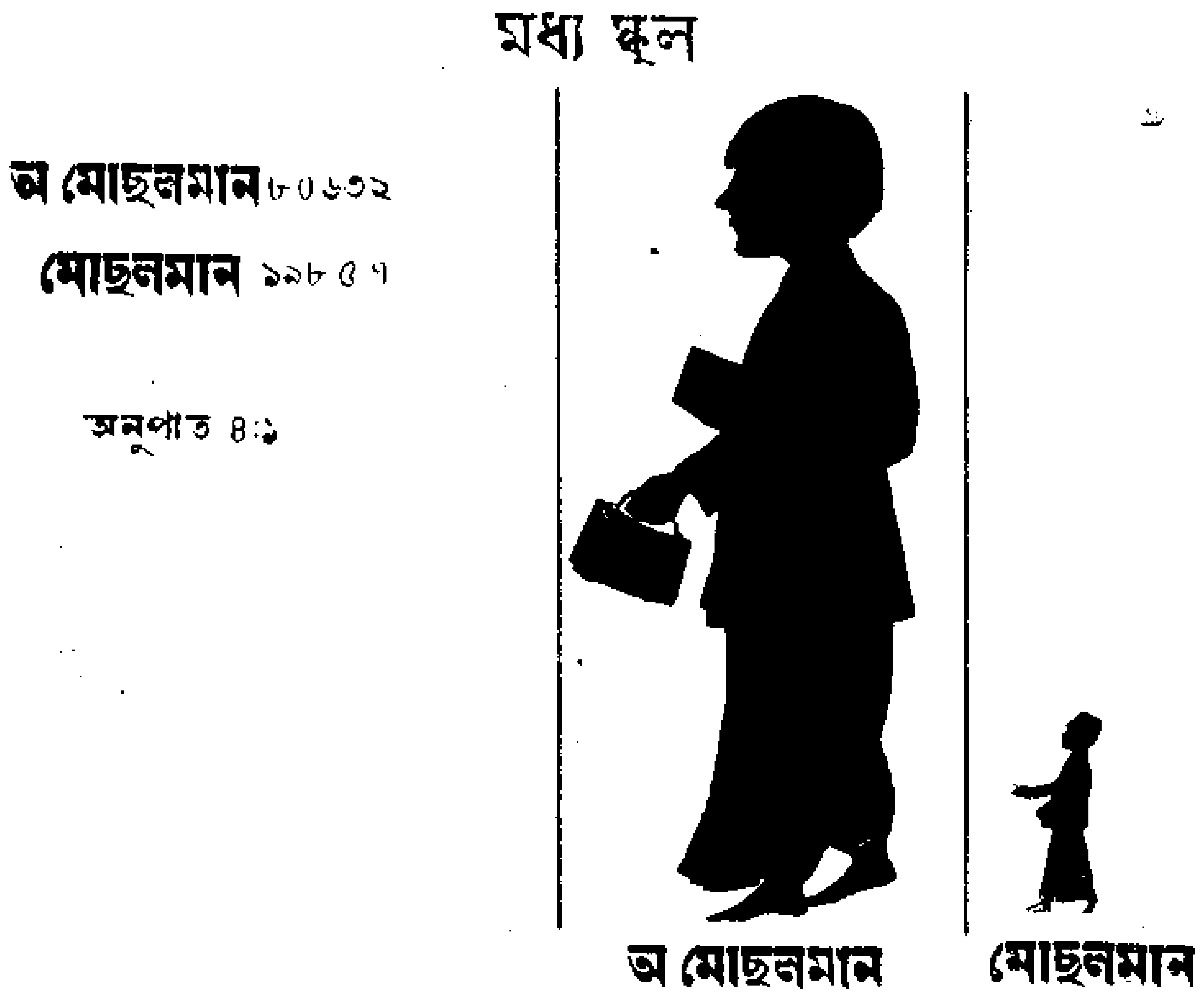

(১৯শ চিত্র)

প্রাইমারী বিদ্যালয়ে যাহাদের সংখ্যা অর্দ্ধেকেরও বেশী ছিল, মধ্য ইংরাজী মধ্য বংলা স্কুলে তাহারা মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ। বড় সাধ করিয়াই অভিভাবকগণ তাহাদের শিশু সন্তানগণকে স্কুলে পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু দুই এক বৎসর যাইতে না যাইতে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিবার হেতু কি, তাহা নির্ণয় করা এবং তাহার আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র সংখ্যা ১,০০,৩১৩; ইহার মধ্যে মুসলমান ১৫,৭৯৪ জন এবং অমুসলমানের সংখ্যা ৮৪,৫১৯। অনুপাত হিসাব করিলে দেখা যায়, অমুসলমান যেখানে ২৮ জন, সেখানে মুসলমান মাত্র ৫ জন। (২০শ চিত্র)।

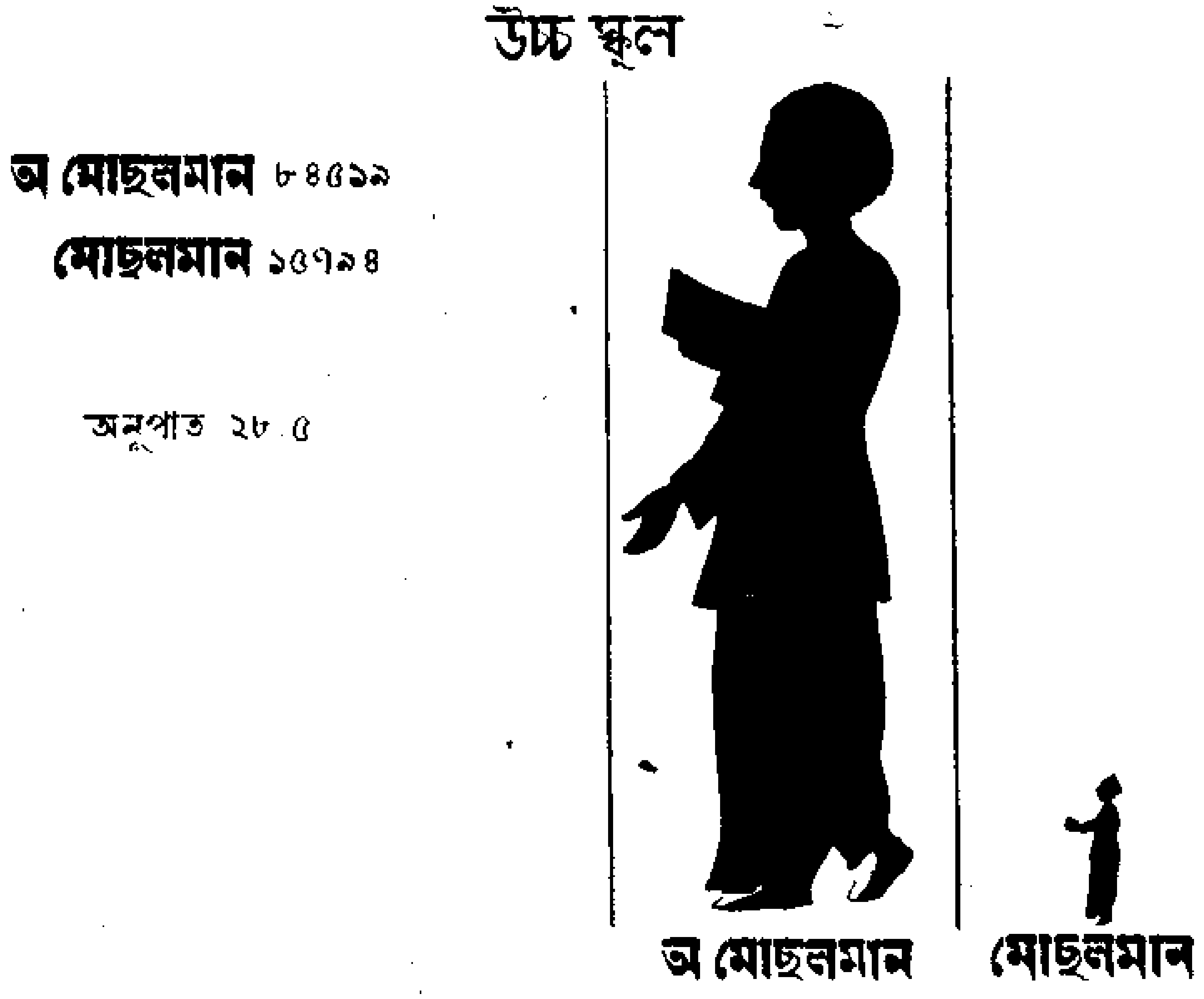

(২০শ চিত্র)

প্রত্যেক মুসলমান প্রধান স্থানে মুসলমানদিগের তত্ত্বাবধানে উচ্চ ও মধ্য ইংরাজী স্কুল স্থাপন করুন।

কলেজ সমূহের মোট ছাত্র সংখ্যা ২১,০১৩; ইহার মধ্যে মুসলমান ২,৯৬২ জন। অর্থাৎ প্রত্যেক ২৯ জন ছাত্রের মধ্যে মুসলমান মাত্র ৪ জন। এইরূপে যতই উচ্চতর শিক্ষার দিকে যাওয়া যায়, মুসলমানের সংখ্যা ততই ক্ষুদ্রতর হইয়া আসে। (২১শ চিত্র)।

কলেজ

অ মোছলমান ১৮০৫১

মোছলমান ২৯৬২

অনুপাত ২৫.৪

(২১শ চিত্র)

বহু মেধাবী মুসলমান ছাত্র অর্থের অভাবে কলেজে পড়িতে পারে না। প্রত্যেক জিলায় শিক্ষা তহবিল স্থাপন করিয়া তাহাদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করুন।

বি. এ., বি. এস-সি. বা, বি. কম্ পাশ করিয়া যাহারা আরও উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাহাদের সংখ্যা ১,১২৮; মুসলমান ইহাদের মধ্যে মাত্র ১২৭ জন; অর্থাৎ নয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। (২২শ চিত্র)।

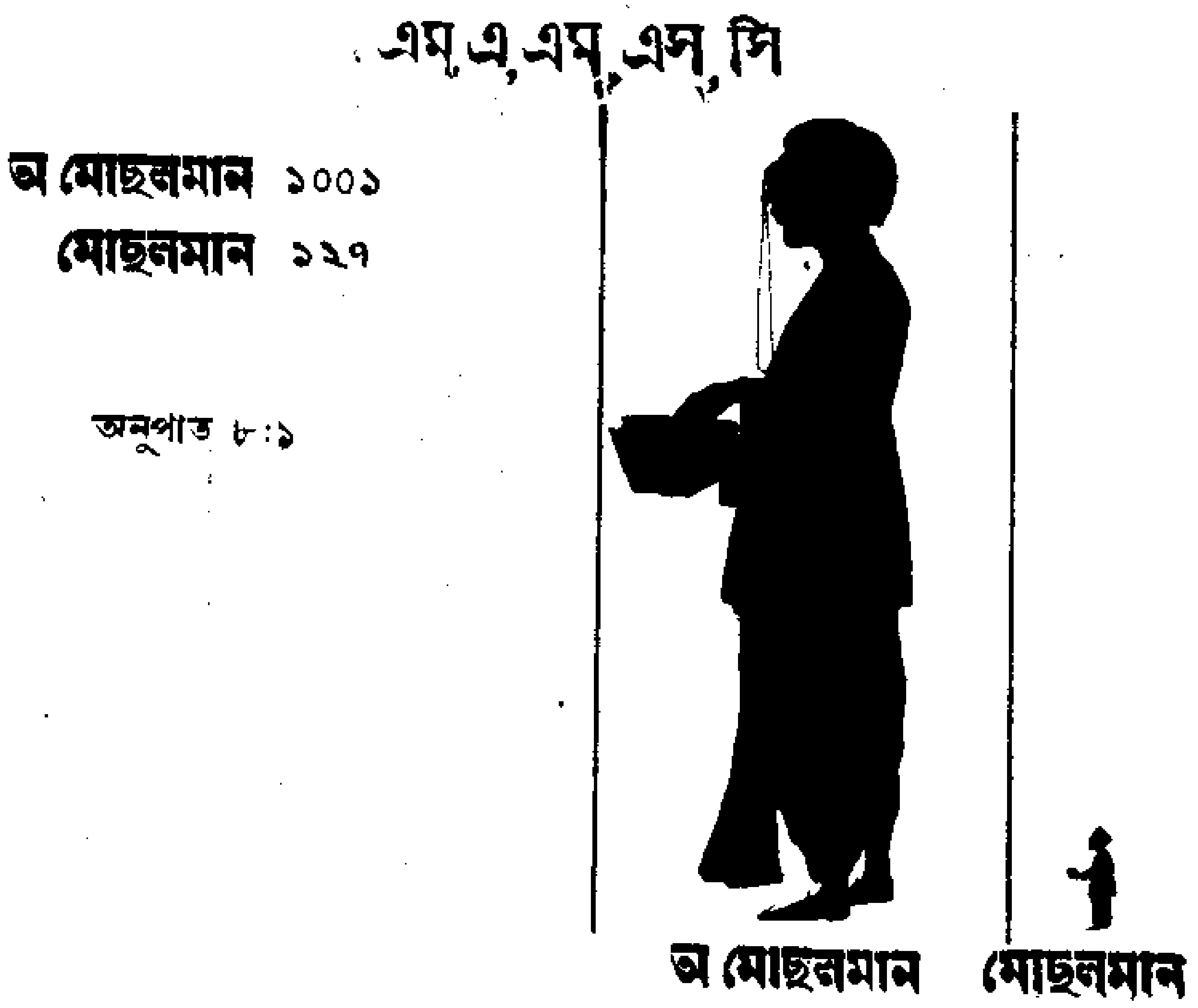

(২২শ চিত্র)

“চট্টগ্রাম মুসলিম ইনষ্টিটিউট” বা মুসলেম পরিষদ প্রতিষ্ঠা কল্লে চাঁদা দিয়া সাহায্য করুন।

সাধারণ শিক্ষা ছাড়িয়া শিল্প এবং অন্যান্য বৈষয়িক শিক্ষার জন্য যে সকল স্কুল কলেজ বর্ত্তমান আছে, সেখানে মুসলমানের অবস্থা কিরূপ দেখা যাউক।

আইন শিক্ষার কলেজে মোট ৩,১২২ জন ছাত্রের মধ্যে ৫৭৭ জন মুসলমান। এখানে প্রতি ১১ জনের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ২ জন। (২৩শ চিত্র)।

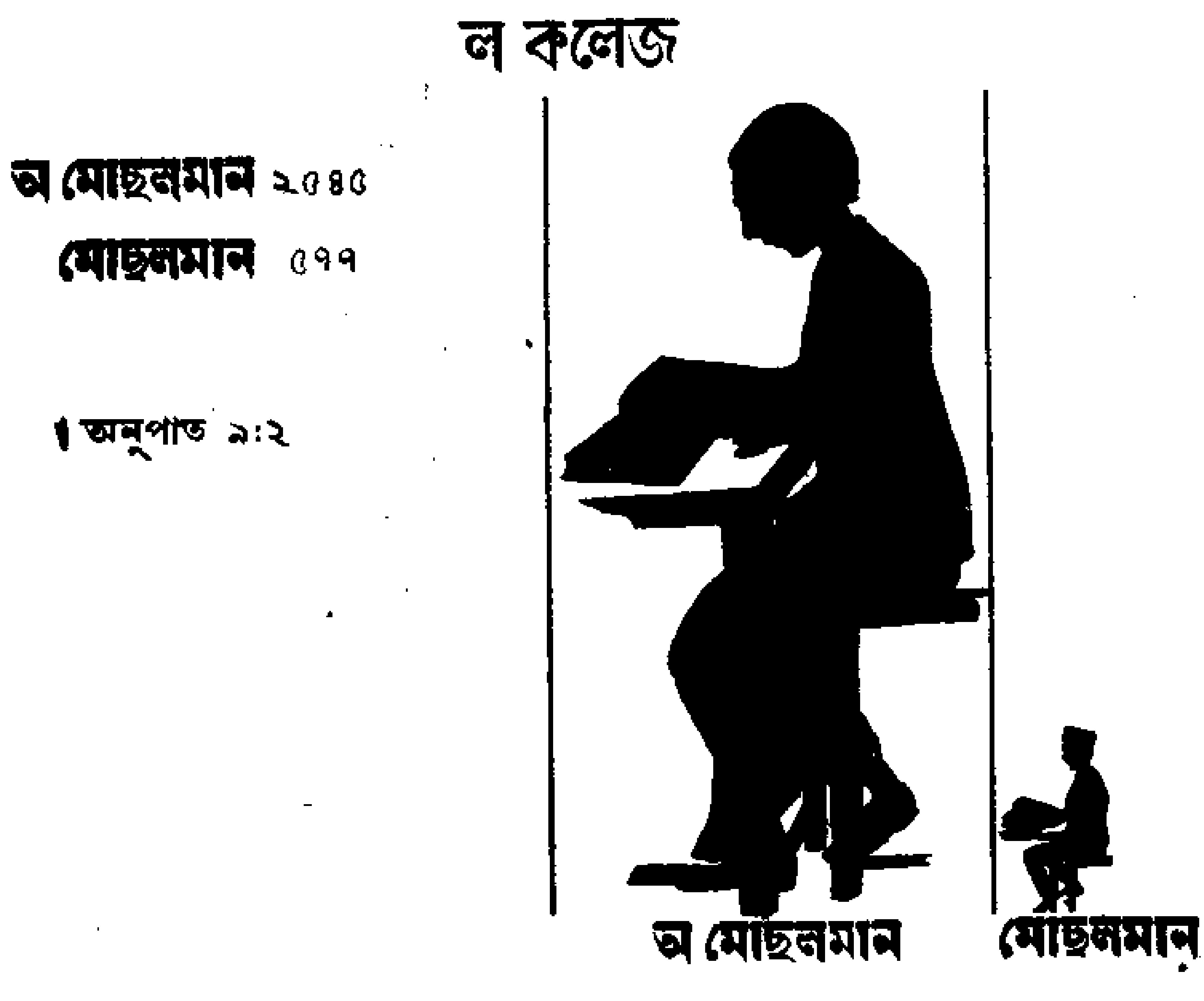

(২৩শ চিত্র)

মুসলমান উকিল মোক্তারদিগকে মকদ্দমা দিয়া সাহায্য করুন। তাহাদের উন্নতি হইলে সমাজ শক্তিশালী হইবে।

ডাক্তারি শিক্ষা করিতেছে মোট ৩,৫৫৩ জন ছাত্র, ইহার মধ্যে মুসলমান মাত্র ৬০৫ জন; অর্থাৎ ছয় ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা সামান্য বেশী। (২৪শ চিত্র)।

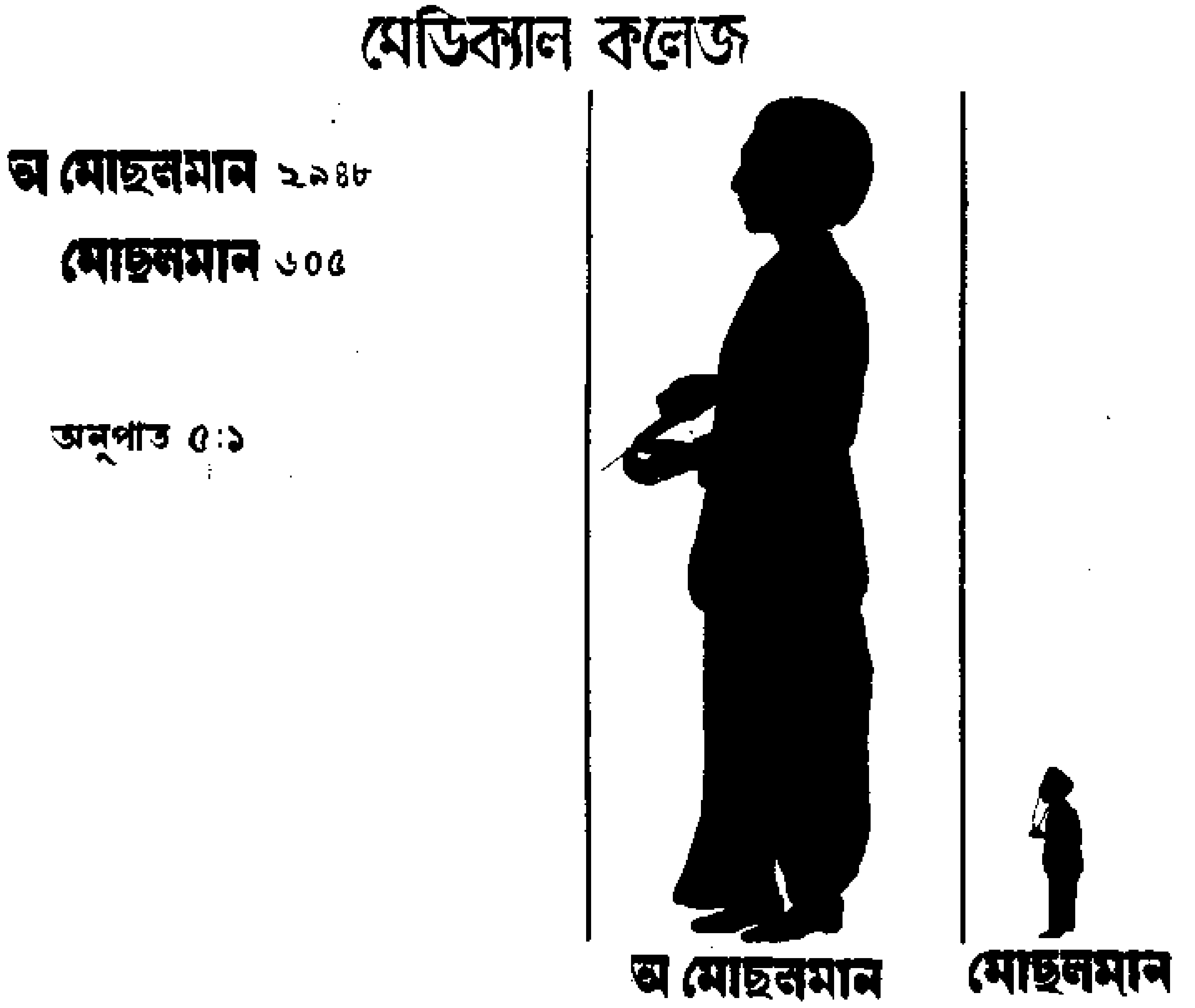

(২৪শ চিত্র)

এই শোচনীয় অবস্থার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথম, ডাক্তারি পড়িতে ব্যয় বেশী, মুসলমান দরিদ্র। দ্বিতীয়, অস্পৃশ্যতার জন্য হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমান ডাক্তারদিগকে ডাকে না।

প্রত্যেক জিলায় মুসলমানদিগের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য "মুসলিম শিক্ষা সমিতি স্থাপন করুন।

শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল ট্রেণিং স্কুল কলেজ আছে, তাহাতে ৩,৪৫৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১,১৬৮ অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ মুসলমান। (২৫শ চিত্র)।

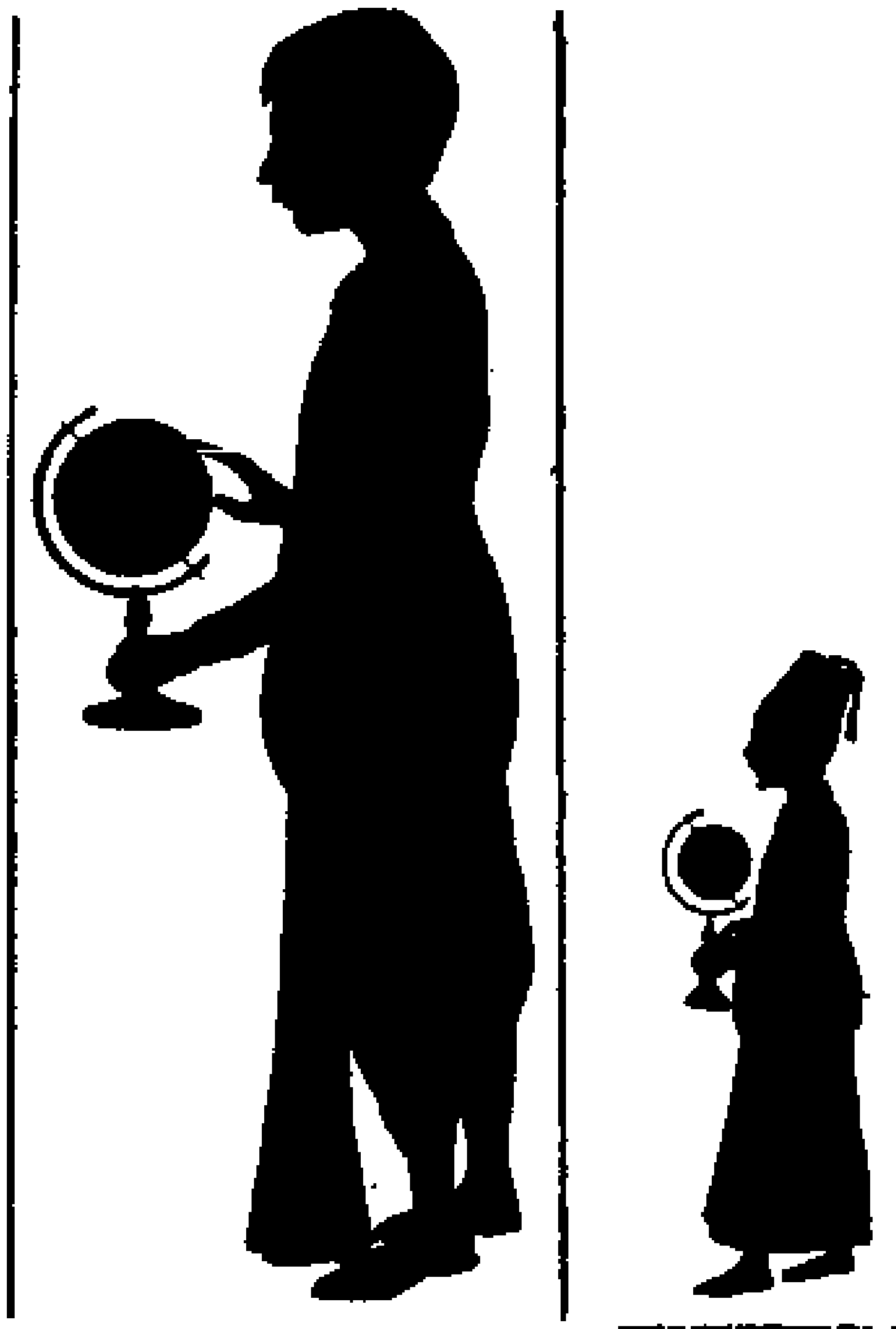

(২৫শ চিত্র)

মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে, মুসলমান শিক্ষার আশানুরূপ উন্নতি সম্ভবপর নহে।

জরিপ ও এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষালয়ে ৮১৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মুসলমান ১০৪ জন, অর্থাৎ প্রতি ৮ জনের মধ্যে ১ জন। (২৬শ চিত্র)।

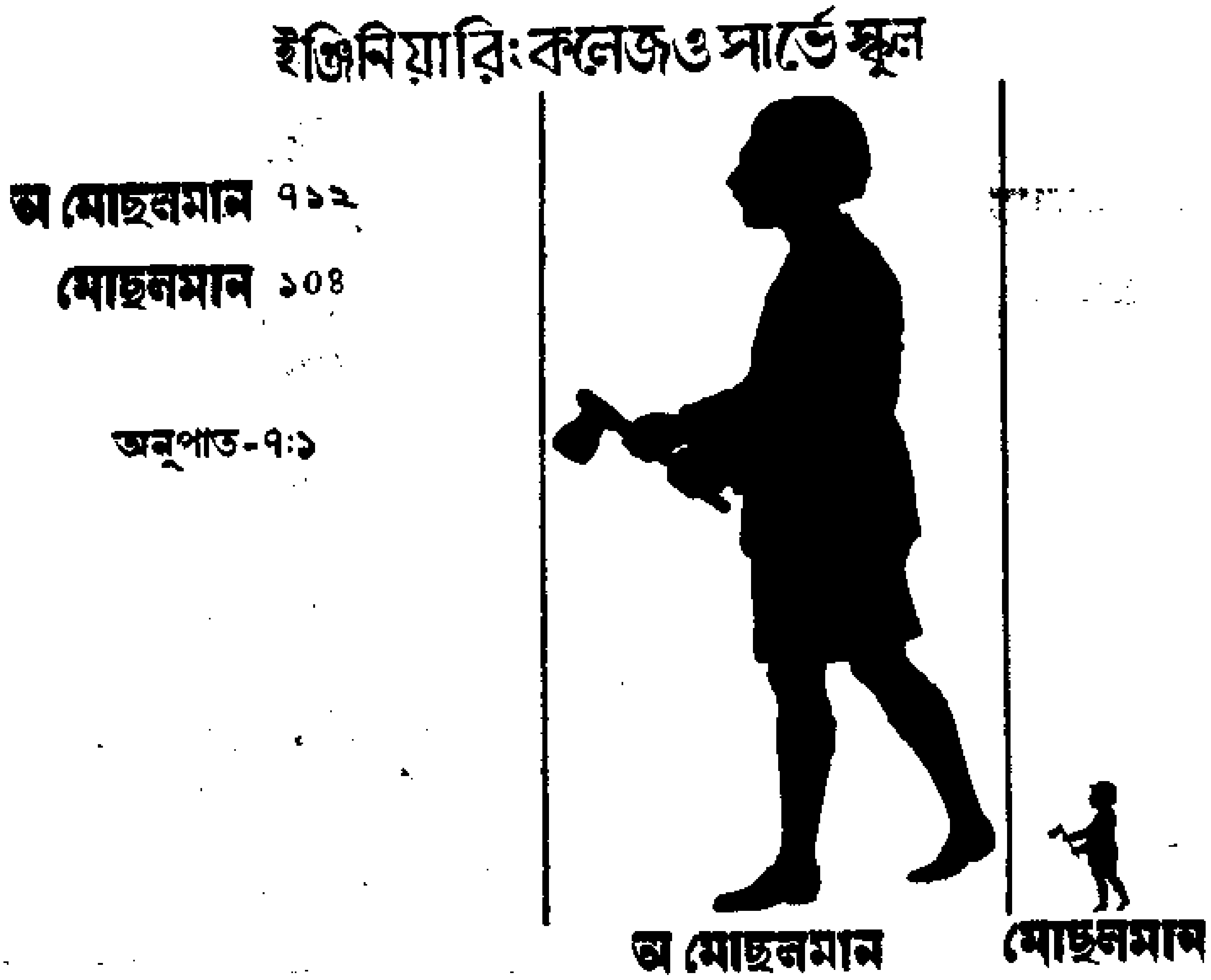

(২৬শ চিত্র)

চাকুরীর বাজার বন্ধ। মুসলমান অভিভাবকগণ ছাত্রদিগকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও টেকনিক্যাল স্কুলে পাঠান।

কৃষি বিদ্যালয়ে ১৪৩ জন ছাত্রের মধ্যে ১৯ জন অর্থাৎ প্রতি ১৫ জনের মধ্যে ২ জন মুসলমান। (২৭শ চিত্র)।

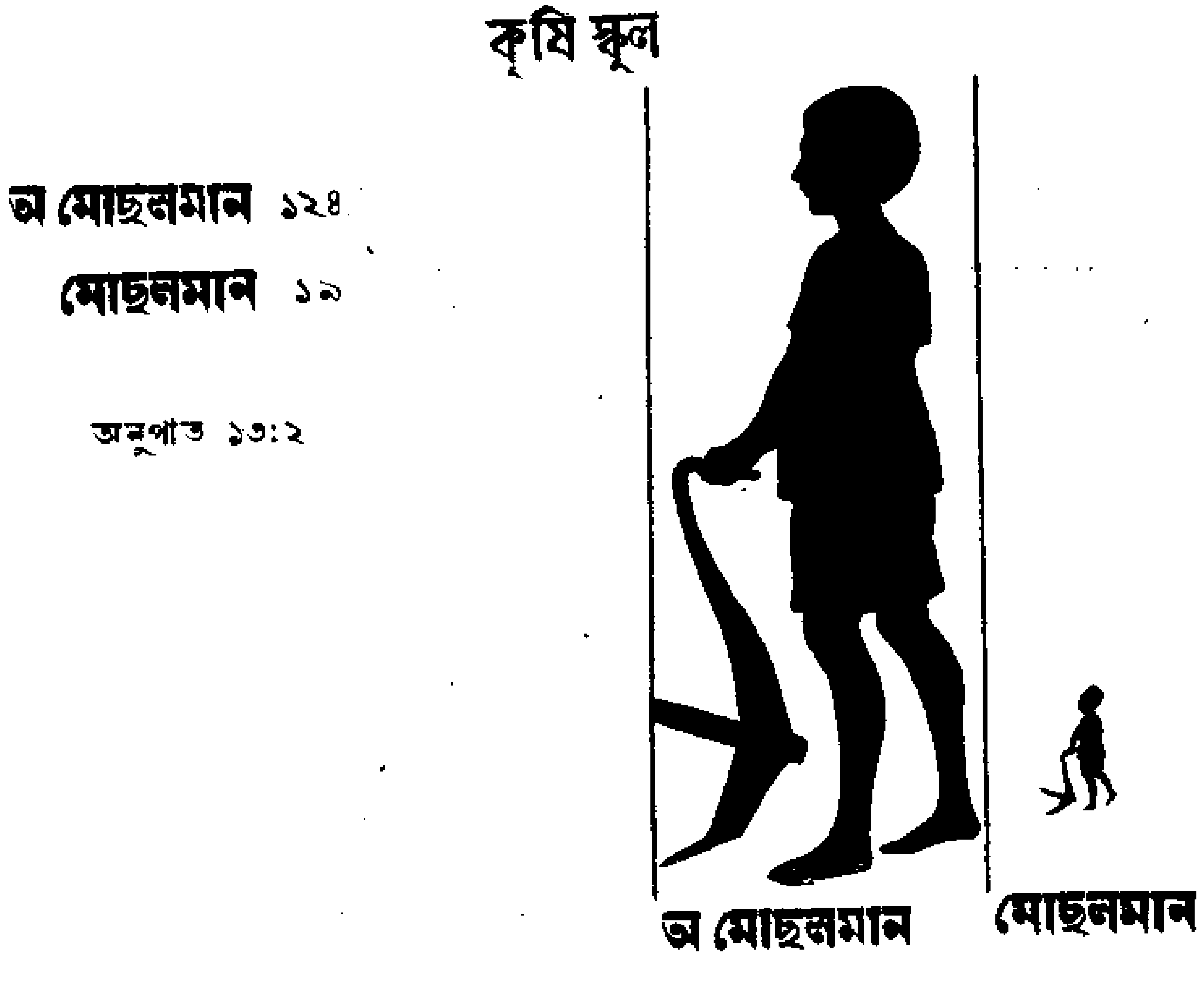

(২৭শ চিত্র)

বাঙ্গালী মুসলমানের প্রধান ব্যবসায় কৃষি। কৃষিশিক্ষায় উন্নতি না করিলে তাহাদের উন্নতি অসম্ভব।

বাণিজ্য শিক্ষালয়ে ২,৩৪৭ জন ছাত্রের মধ্যে ১৬৭ জন অর্থাৎ প্রতি ১৪ জনের মধ্যে ১ জন মুসলমান। (২৮শ চিত্র)।

কমার্সিয়াল স্কুল ও কলেজ

অ মোছলমান ২১৮০

মোছলমান ১৬৭

অনুপাত ১৩:১

(২৮শ চিত্র)

টেকনিক্যাল স্কুল সমূহে মোট ৫,৩৪২ জন ছাত্রের মধ্যে ৯২৮ জন অর্থাৎ প্রতি ২৩ জনের মধ্যে ৪ জন মুসলমান। (২৯শ চিত্র)।

টেকনিক্যাল স্কুল

অ মোছলমান ৪৪১৪

মোছলমান ৯২৮

অনুপাত ১৯:৪

অ মোছলমান **মোছলমান**

(২৯শ চিত্র)

অল্পশিক্ষিত মুসলমান যুবকদিগের পক্ষে টেকনিকাল স্কুলে যোগদান করাই অর্থ উপার্জ্জনের উৎকৃষ্ট উপায়।

আর্ট স্কুলে মোট ছাত্র সংখ্যা ৬২৭ জন ; ইহার মধ্যে মাত্র ২১ জন মুসলমান। অর্থাৎ প্রতি ৩০ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন মুসলমান। (৩০শ চিত্র)।

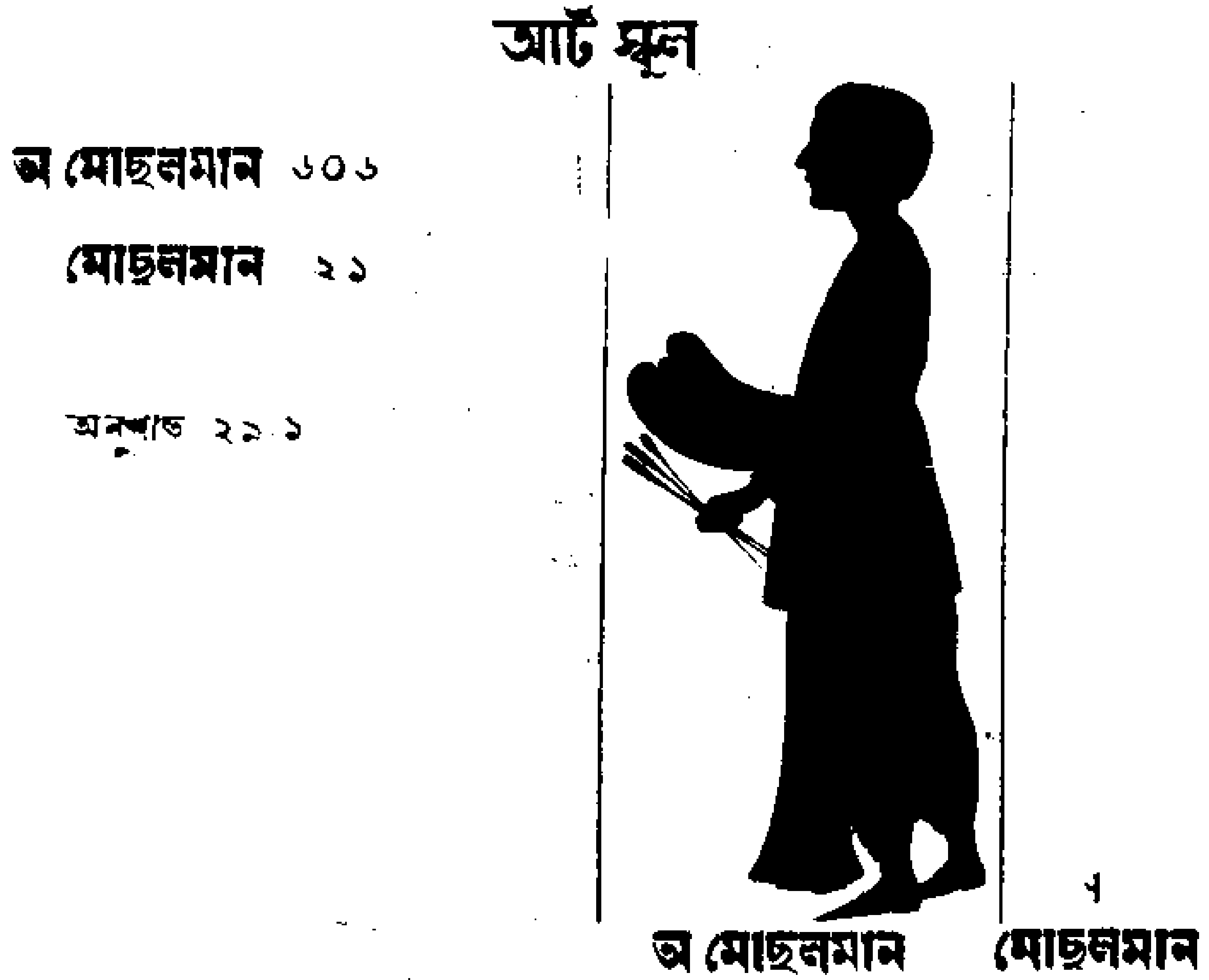

(৩০শ চিত্র)

দ্রষ্টব্য :—শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে যাহারা বিস্তৃত বিবরণ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Director of Industries, Bengal—(41/A, Free School Street, Calcutta) এর নিকট বিশেষ উপদেশ পাইতে পারেন। এতদ্বিষয়ে তাহার নিকট হইতে Opportunities for Industrial Career for Young Men in Bengal নামক পুস্তিকা বিনা মূল্যে পাইবেন। নিম্ন লিখিত পুস্তকখানিও Book Depot, Writers Buildings হইতে ক্রয় করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য—Particulars about Technical, Industrical, Agricultural, and Veterinary Schools in Bengal.

পশু চিকিৎসা বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা ১৪৪ জন; ইহার মধ্যে মুসলমান মাত্র ৫২ জন ; অর্থাৎ ১৪ জনের মধ্যে ৫ জন ছাত্র মুসলমান। (৩১শ চিত্র)।

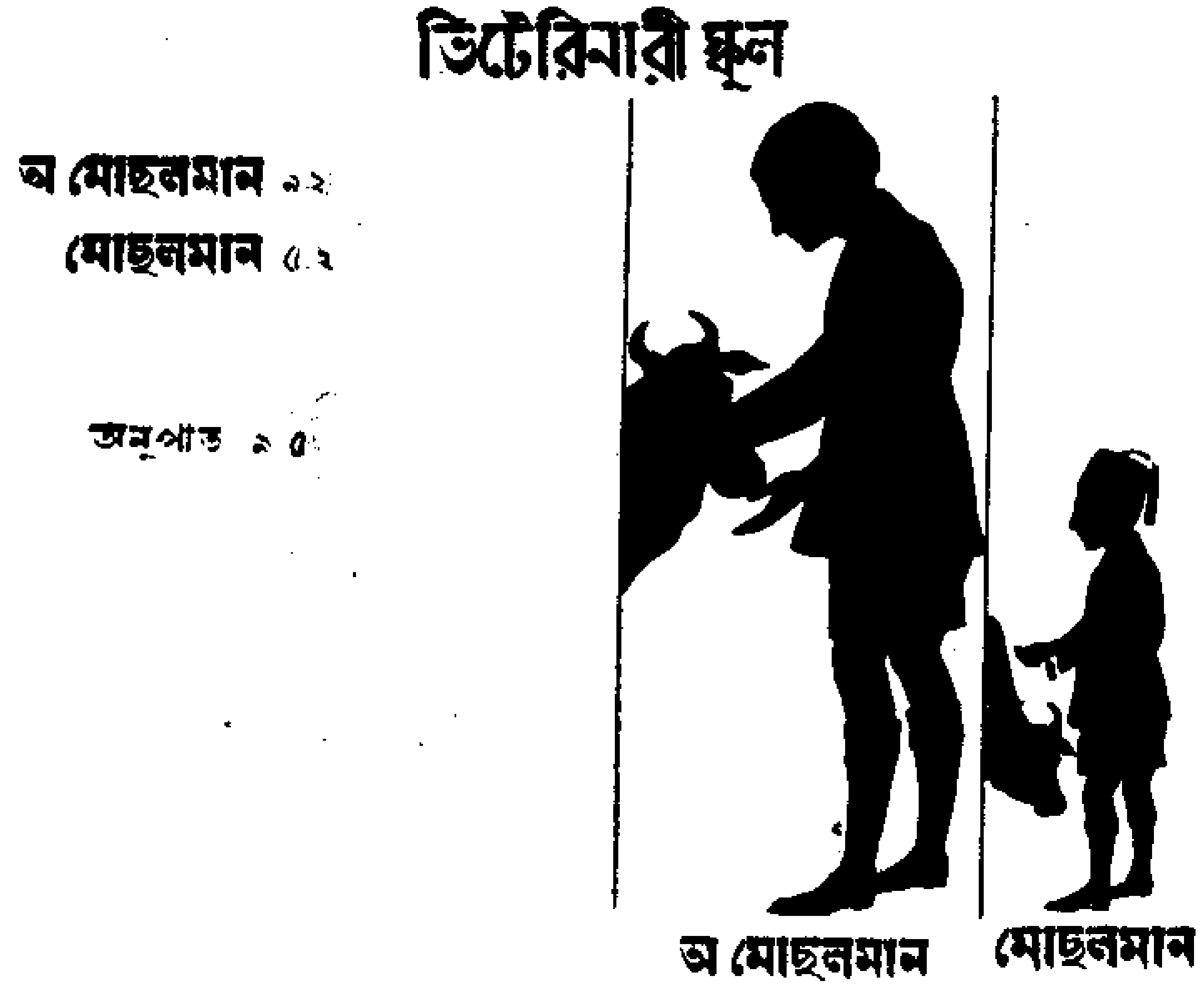

(৩১শ চিত্র)

কৃষিজীবী মুসলমান, গরুই তোমাদের প্রধান সম্পদ। ভিটেরিনারী স্কুলে পশু চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া গোধনের উন্নতি সাধন কর।

উপসংহার।

বাংলার মুসলমানের বর্ত্তমান অবস্থা কতদূর শোচনীয় এবং ভয়াবহ, প্রথম স্তবকে তাহার কতকটা আভাষ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে অদূর ভবিষ্যতেও এই শোচনীয় অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে। সুতরাং উন্নতি করা ত দূরের কথা সত্বর প্রতিকারের ব্যবস্থা না করিলে বাঙ্গালী মুসলমানের পক্ষে বাঁচিয়া থাকাই অসম্ভব। এই অবস্থায় কোন জাতি বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। "Survival of the fittest" বা যোগ্যতমের জয়ই প্রকৃতির নিয়ম। কত জাতি দুনিয়ার বুক হইতে চিরবিদায় লইয়াছে। তাহাদের স্থান পূরণ করিবার জন্য আবার কত নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। পবিত্র কোরাণ-শরিফের পাতায় পাতায় জগতের এই নিয়মের প্রতি মুসলিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

বাঙ্গালী মুসলমানকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কর্ম্মশক্তি সকল দিকে চালনা করিতে হইবে। অন্যথা কথায় কথায় অন্য একটা জাতির সাহায্য গ্রহণ করিয়া নিজেদের ভিতরকার কর্ম্মশক্তি হারাইতে হইবে এবং পরমুখাপেক্ষী হওয়ার জন্য অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে! দরিদ্রের কুঁড়ে ঘর নির্ম্মাণ করা হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের উচ্চতম লীলাভূমি পর্য্যন্ত যত প্রকার কাজ আছে, মুসলমানকে তাহার সব কিছু আয়ত্ত করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে। নতুবা যে কোন নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক কারণে তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি।

বাংলার অধিকাংশ মুসলমান কৃষিজীবি। অথচ মুসলমানদের মধ্যে কামার বা মিস্ত্রী নাই। যদি এমন কোন সময় আসে যখন অমুসলমান কামার ও মিস্ত্রীগণ একযোগে মুসলমানের জন্য লাঙ্গল, জোয়াল, কাস্তে দা প্রভৃতি আবশ্যক জিনিষ প্রস্তুত করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে মুসলমানের কি দুর্দ্দশা হইবে? অবশ্য এইরূপ সময় উপস্থিত হউক বা না হউক, হওয়া অসম্ভব নহে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

ফল কথা, আমাদের সমাজের অবস্থা যে যার পর নাই শোচনীয় ও ভয়াবহ, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে এই শোচনীয়তা দূর করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কোন সুনিয়ন্ত্রিত চেষ্টাও আরম্ভ হয় নাই। যাহা হউক, আমরা নৈরাশ্যের হা হুতাশে সময় কাটাইব না। "আল্লার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না" কোরান শরিফের এই বাণী সম্মুখে রাখিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইব। আল্লার প্রীতিলাভের উদ্দেশ্যে জাতির কল্যাণ কামনা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কাহারও পরিশ্রম কখনই ব্যর্থ হইতে পারে না।

আমরা বাঁচিতে চাই, মানুষের মত বাঁচিতে চাই, আল্লার বান্দা খাটি মুসলিম হইয়া বাঁচিতে চাই। আমাদের জীবন স্রোতবিহীন অন্ধ জলাশয়ের ন্যায় নিষ্ক্রিয় হইবে না; অফুরন্ত জলস্রোতের ন্যায় আমরা কর্ম্মের পথে চলিব; জগতের যাহা কিছু ভাল, আহরণ করিয়া ভোগ করিব এবং দুই হাতে বিলাইয়া আল্লার আশীর্ব্বাদভাজন হইব। ইহাই ইসলামের অন্তরের কথা। কাজ আমাদিগকেই আরম্ভ করিতে হইবে; এখনই, এই মুহূর্ত্তেই আরম্ভ করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার বলে আমরা বলীয়ান হইব, ইহাই আমাদের প্রতিজ্ঞা। ইসলামী আদর্শের চরম বিকাশ হইবে আমাদের জীবনের লক্ষ্য। আমরা চাই প্রত্যক্ষ ঈমান, আর চাই ঈমান রক্ষা করিবার সমুদয় উপকরণ—জ্ঞান, প্রতিপত্তি, ধন, স্বাস্থ্য ও বাহুবল। জ্ঞানের জন্য আমাদিগকে জগতের সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আয়ত্ত করিতে হইবে; ইহার পথে যদি হিমালয় প্রমাণ বাধা আসিয়া দাড়ায়, তাহাও অতিক্রম করিতে হইবে। ধনের জন্য আয় করিবার যত পথ আছে, তাহার প্রত্যেকটায় চলিব—সাত সমুদ্র, তের নদীর পার পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিব। আর জগতের শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং ভোগের আনন্দ লাভের জন্য অর্জ্জন করিতে হইবে স্বাস্থ্য এবং বাহুবল। অস্বাস্থ্যবান দুর্ব্বল ব্যক্তি মৃত অপেক্ষাও হেয়; ইহাদের দ্বারা জাতির শক্তির অপচয় হয়। হজরত এবরাহিম আলাহেচ্ছালাম আল্লার প্রীতিলাভের জন্য প্রাণাধিক পুত্রকে কোরবাণী করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ভাই মুসলমান, আইস; তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে লাফাইয়া পড়ি; আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে জয়যুক্ত করিবেন। আমীন।

সমুদয় প্রশংসা সেই বিশ্বপতির, ইহাই আমাদের শেষ বক্তব্য।

IMPERIAL
506

তৃতীয় স্তবক।

যে সমাজে পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেখিলে লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকিতে হয়, তাহাদের স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা দেখিলে যে অশ্রু সম্বরণ করা যাইবে না তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনেক শ্রেণীর স্কুল কলেজ আছে, যাহার চতুঃসীমার মধ্যে কখনও কোন মুসলমান বালিকা প্রবেশ পর্য্যন্ত করে নাই। যেখানে দুই একজন প্রবেশ করিয়াছে, সেখানেও তাহাদের অনুপাত সাগরে জলবিন্দু সদৃশ।

প্রাথমিক পাঠশালা ও মক্তবে মুসলমান বালিকার সংখ্যা ২,৪২,১৪৮ এবং অমুসলমান বালিকার সংখ্যা ২,০৪,২৭৯; অর্থাৎ প্রত্যেক ১১ জন বালিকার মধ্যে ৬ জন মুসলমান এবং ৫ জন অমুসলমান।

বালক বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যাধিক্য যেমন উচ্চতর শ্রেণীর দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলবুদ্বুদের ন্যায় মিলাইয়া গিয়াছে, বালিকা বিদ্যালয়েও মুসলমানের অবস্থা তদ্রূপ; বরং এখানে আরও শোচনীয়।

মধ্য ইংরাজী বাংলা বিদ্যালয়ে ২,৬৭৬ জন শিক্ষার্থিনীর মধ্যে মুসলমান মাত্র ৬০ জন, অর্থাৎ শতকরা ২ জনের একটু বেশী।

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ২,৭০২ শিক্ষার্থিনীর মধ্যে মুসলমান ৩১ জন; অর্থাৎ শতকরা ২ জনেরও কম।

কলেজে ৩৪৪ ছাত্রীর মধ্যে মুসলমান ৫ জন অর্থাৎ প্রতি ৭০ জনের মধ্যে ১ জন।

ট্রেনিং স্কুল ও কলেজে ২৫৬ জনের মধ্যে ২৩ জন ছাত্রী মুসলমান। এখানে মুসলমানের সংখ্যা প্রতি ১১ জনে ১ জন।

টেকনিক্যাল স্কুলে ১১৯৩ জন ছাত্রীর মধ্যে ৩৪ জন অর্থাৎ মোট সংখ্যার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ মুসলমান।

চতুর্থ স্তবক ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রমঙ্গল সমিতি (Students' Welfare Committee) নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া বহুদর্শী চিকিৎসকগণের সাহায্যে কলিকাতাস্থ বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইয়াছেন। এই সমিতির রিপোর্টে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রগণের শারীরিক গঠন, ওজন ইত্যাদি বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। মুসলিম ও অমুসলিম ছাত্রগণের মধ্যে এই সমুদয় বিষয়ে যে তারতম্য দেখা গিয়াছে, নিম্নে তাহার কতকটা উদ্ধৃত হইল :—

	উচ্চতার গড়	ওজনের গড়	বুকের প্রসারের গড়
অমুসলমান	৫´ ফিট ৫ ১/২´´ ইঞ্চি	১।৫॥/০	১·৯১´´
মুসলমান	৫´ ফিট ৪ ৪/৫´´ ইঞ্চি	১।৩	১·৬৭´´

স্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তি জাতীয় উন্নতির প্রধান অবলম্বন। মুসলমানগণের অবিলম্বে এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। মুসলমান যুবকগণ, স্ব স্ব জিলা মুসলিম শিক্ষা সমিতির অধীন, প্রত্যেক গ্রামে ব্যায়ামকেন্দ্র বা কুস্তির আখড়া স্থাপন করিয়া কুস্তি, লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা প্রভৃতি অভ্যাস করিতে বদ্ধপরিকর হও।